একটু খানি মিষ্টি হাসি
ও
ইসলামী আন্দোলন

একটুখানি মিষ্টি হাসি
ও
ইসলামী আন্দোলন

সিরাজুল ইসলাম মতলিব

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৩৯

২য় প্রকাশ
সফর ১৪২৯
ফাল্গুন ১৪১৪
ফেব্রুয়ারি ২০০৮

বিনিময় মূল্য ঃ ১৬.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

AKTUKHANI MISTI HASHI O ISLAMI ANDOLON by Shirajul Islam Matlib. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 16.00 Only.

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেছেন, "সবচেয়ে সহজ নেকী হলো প্রফুল্ল মুখ ও মিষ্টি কথা।"

আপনি যদি এ বিচিত্র পৃথিবীতে মানুষের মন জয় করতে চান, তাহলে আপনি মিষ্টি হাসি হাসতে শিখুন। দেখবেন আপনার প্রতি মানুষের মহব্বত বেড়েছে। আপনার প্রতি অন্যের রাগ, ক্ষোভ, কমে গেছে, কেউ আপনার সাথে ঝগড়া বা মনোমালিন্য করার কোনো সুযোগ পাবে না। মানুষকে আপনি অতি সহজে আপন করে নিতে পারবেন।

অনেক সময় ইসলামী আন্দোলনের নেতার একটুখানি কথা ও একটুখানি মিষ্টি হাসি যুগ যুগ ধরে কর্মীদের মনে প্রেরণা সৃষ্টি করে থাকে। ১৯৫৩ সালে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীর মুহ্তারাম মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) সামরিক আদালতে ফাঁসির হুকুমের পর তিনি সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, "জীবন-মৃত্যুর ফায়সালা আসমানে হয়, যমীনে হয় না", তার একটুখানি কথা আন্দোলনের কর্মীদের এবং বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমানদের অন্তরে বলিষ্ঠ ঈমানের সৃষ্টি করেছিলো। এমনিভাবে ১৯৯১ সালে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর মুহতারাম অধ্যাপক গোলাম আযমকে নিজ বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে পুলিশের গাড়ীতে করে নিয়ে যাবার সময় সহস্রাধিক কর্মীদের সামনে একটুখানি মিষ্টি হাসি সারা দেশের লক্ষাধিক কর্মী ও অগণিত জনতার মধ্যে জাগরণের সৃষ্টি করেছিলো।

পারিবারিক জীবনে মিষ্টি হাসি

পারিবারিক জীবনে মিষ্টি হাসির বিকল্প নেই। মিষ্টি হাসির মাধ্যমেই আপনার পারিবারিক জীবনে সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। মনে করুন, আপনি ইসলামী আন্দোলনের একজন দায়িত্বশীল। সারাদিন আপনাকে কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতে হয়। স্বাভাবিকভাবে আপনার স্ত্রীর দাবী ও চাহিদা পূরণ করতে পারেন না। অর্থনৈতিক তেমন সামর্থও নেই। আপনার স্ত্রী সারাদিন ঘর সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকেন। চাকুরিজীবী হলে বা ছোট ছোট কয়টি ছেলেমেয়ে থাকলে তো কষ্টের শেষ নেই। এরপর ছেলে-মেয়েদের অসুখ হলে তো ঘুমও নেই। তাছাড়া রান্নাবান্না করতে

www.pathagar.com

গিয়ে যথাসময়ে বাজার নেই। বাজার হলেও অপ্রতুল। ঘরে কাজ-কর্মের মানুষও সবসময় থাকে না। তা ছাড়া ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা আরম্ভ হলে তো আরো কতো পেরেশানী। এমতাবস্থায় আপনি ঘরে আসার পর একটু মিষ্টি হেসে সালাম দিয়ে যদি আপনার স্ত্রীর শুকরিয়া আদায় করতে পারেন, যদি বলতে পারেন আহা সারাদিন তুমি কত কষ্ট করেছ, আমি তো তোমাকে কোনো সাহায্য করতে পারলাম না! তাহলে দেখবেন, এত কষ্টের পরও আপনার স্ত্রীর মন খুশীতে ভরে যাবে। মনে প্রশান্তি আসবে, পারস্পরিক সম্পর্কে ফাটল ধরাতো দূরের কথা, আন্দোলনের ব্যাপারে ও অন্যান্য কাজে সবসময় সহযোগিতা পাবেন। দিন দিন মধুর সম্পর্ক সৃষ্টি হবে।

আর আপনি যদি মিষ্টি হাসি দিতে না পারেন—ঘরে এসেই আপনার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। কথার মধ্যে কোনো রস নেই। এটা হলো কেন ? ওটা কি হলো ? স্ত্রীর দশটা দোষ বের করেন। মেজাজ খিটখিটে। খেতে বসে বলেন, লবণ হয়নি ঝাল বেশি। মজার লেশ মাত্র নেই। তাহলে আপনি নিজেই বলুন, আপনি কেমন মানুষ ? আপনার মধ্যে কি মানবতাবোধ আছে ? এমনি অবস্থা হলে আপনি কিভাবে আপনার স্ত্রীর মধুর ব্যবহার পাবেন ? তারপর যদি আপনি বলেন, আমার স্ত্রীকে আমি দীর্ঘ দিন চেষ্টা করেও আন্দোলনের কর্মী বানাতে পারিনি, তাহলে সে দোষটা কার ? আপনার না আপনার স্ত্রীর ? আপনি যদি মিষ্টি হাসি না জানেন, তাহলে সারা জীবনেও আপনার স্ত্রীকে কর্মী বানাতে পারবেন না। মধুর সম্পর্ক সৃষ্টি হবে না। পারিবারিক অশান্তির কারণে আপনিও সংগঠনে অগ্রসর হতে পারবেন না। আপনি চিন্তা করে দেখবেন আপনি কি ধরনের মানুষ। আপনি ভালো না খারাপ মানুষ। তা কিন্তু নির্ভর করছে আপনার স্ত্রীর সার্টিফিকেটের ওপর। আল্লাহর রাসূল (স) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি ভালো যে তাঁর স্ত্রীর নিকট ভালো।"

একটি ব্যাপার আমাদের চিন্তা করা প্রয়োজন, আজ সারা দেশে পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের আনুপাতিক হার কত ? কেন মহিলা অঙ্গনে আমাদের ব্যাপক কাজ হচ্ছে না। আপনার স্ত্রী যদি ইসলামী আন্দোলনের কর্মী না হয়ে থাকেন, তাহলে তার কারণ কি ? একবার তালাশ করুন দেখবেন, আপনার মিষ্টি হাসির অভাবই অনেকাংশে দায়ী।

অন্যদিকে আপনি একজন মহিলা, আপনার স্বামী অফিস আদালতে ব্যবসা বাণিজ্যে বা অন্য কোনো কাজে বাইরে ব্যস্ত বা সাংগঠনিক কাজে

www.pathagar.com

বহুদূর থেকে সফর করে এসেছেন, আপনি যদি মিষ্টি হাসি সহকারে সালাম দিয়ে বরণ করেন, দেখবেন আপনার স্বামীর ক্লান্তি অবসাদ কেটে যাবে। আপনার স্বামী আপনার একটুখানি মিষ্টি হাসিতে মনে প্রশান্তি পাবেন।

আর তা না করে ঘরে আসার সাথে সাথেই মুখখানা যদি ভার করে পাঁচ দশটা কৈফিয়ত তলব করেন, কথা বলতে বলতে শেষে বলেই ফেললেন, তোমার ঘরে এসে সারা জীবন অশান্তিতে কাটলো, কোনো আরাম আমার কপালে নেই। শেষ পর্যন্ত আপনার বিয়ের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল, মা-বাপ, দুলাভাই, বিয়ের উকিল সহ অনেককেই ইতিমধ্যে দায়ী করে ফেলেছেন। তাহলে আপনি বলুন, আপনার ঘরে শান্তি নামক নিয়ামতটি কোথায় লুকিয়ে থাকবে ? আপনার স্বামী নামক লোকটিকে যদি এভাবে জ্বালাতন করেন, তাহলে পারিবারিক মধুর সম্পর্ক নষ্ট হবার জন্য কি আপনি দায়ী নন ?

পারিবারিক অভাব অনটন বা পরিশ্রমের কারণে বা মেজাজের ভারসাম্যহীনতায় আপনার স্ত্রীর মেজাজ হঠাৎ সীমা অতিক্রম করেছে বা স্বামীর মেজাজে আগুন ধরেছে—এ অবস্থায় যিনি আক্রান্ত হলেন তিনি যদি একটু মিষ্টি হেসে কিছু সময় নিরব হয়ে যান, তাহলে দেখবেন পারিবারিক ভূমিকম্পন থেকে—অনেক অঘটন থেকে রক্ষা পেয়েছেন।

ঘরের মধ্যে স্বামী যদি স্ত্রীকে বা স্ত্রী যদি স্বামীকে একবার মেজাজের ভারসাম্য হারিয়ে কিছু অশালীন কথা বলেও ফেলেন, তাহলে কেউ না শুনলে ইয্যতের কোনো ক্ষতি নেই, তারপরেও আপনারা স্বামী-স্ত্রী। আপনাদের দাম্পত্য জীবনে যদি আপনারা পরস্পর পরস্পরকে সম্মান না দেন, তাহলে সম্মান ও ইয্যত নামক শব্দটি কোনোদিন আপনাদের ঘরে স্থান পাবে না।

আপনি যখন আপনার আব্বা আম্মার নিকট যাবেন একটু মিষ্টি হাসি সহকারে সালাম দেবেন দেখবেন আপনার একটুখানি মিষ্টি হাসিতে আপনার আব্বা আম্মার মন খুশীতে ভরে গেছে। তাঁদের প্রাণভরা দোয়া আপনি পাবেন।

আমাদের অনেক পরিবারে বউ শাশুড়ী সম্পর্কে একটি দারুণ সমস্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে। কোনো কোনো শাশুড়ী বউ ঘরে আনামাত্রই মনে করেন আমার ছেলেকে এত পরিশ্রম করে লালন পালন করে বড় করে ছেলেকে

www.pathagar.com

বিয়ে করিয়ে যখন বউ ঘরে এনেছি তখন এ বউকে সবসময় আমার অনুমতি নিয়ে চলতে হবে। বাপের বাড়ী যাওয়া, বাইরে যাওয়া বা ঘরের কাজকর্ম সবসময়ই কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান। ছেলে যদি মায়ের অনুমতি ছাড়া স্ত্রীকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যান তাহলে মা মনে করেন এ বউটা এসে আমার ছেলেকে একেবারে কনট্রোল করে নিয়েছে, আমার ছেলেটা তো আগে ভালোই ছিল। শাশুড়ীর মনটা তখন খারাপ হয়ে যায়। বউ ভাল কাজ করলেও তা আর ভালো থাকে না। বউয়ের ছোটখাট ব্যাপারও তখন বড় করে দেখা হয়।

আবার অনেক বউও বিয়ের পর শাশুড়ীকে কোনো পাত্তা দিতে চান না, মনে করেন উনারা পুরাতন যুগের লোক, কি বুঝবেন? নিজেই স্বাধীনভাবে চলতে চান। নিজের মাতা-পিতার নিকট মহব্বতের সাথে বড় হয়ে হঠাৎ যখন শাশুড়ীর ছোটখাট সমালোচনা শুনতে পান তখন মনটা খারাপ হয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে শাশুড়ীর ভালো কথাও মনে মনে খারাপ লাগে। তখন পারিবারিক সুন্দর পরিবেশ গড়ে ওঠে না। এতে বেশি সমস্যায় পড়েন, মায়ের ছেলে এবং স্ত্রীর স্বামী। আপনি হয়তো ইসলামী সংগঠনের কোনো মেয়েকে বিয়ে করেছেন, তাঁকে নিয়ে দীনের কাজ করবেন কিন্তু মায়ের কারণে সহজভাবে বাইরে কাজ করার কোনো সুযোগ পাচ্ছেন না, মা বউকে সবসময় নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান। সবসময় ঘরেই আবদ্ধ।

তাছাড়া দীনী সংগঠনের কোনো মেয়ে এমন পরিবারে চলে গেলেন যেখানে স্বামী বা শাশুড়ী কেউই আপনার আন্দোলনের কাজ ভালোবাসেন না। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ধৈর্য ধরে আল্লাহর নিকট দোয়া করা এবং মিষ্টি হাসি দ্বারা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা।

শাশুড়ীর ব্যাপারে স্ত্রীকে চিন্তা করতে হবে—আমার শাশুড়ী আমার স্বামীর শ্রদ্ধেয় মাতা, মাতা-পিতার প্রতি যে দায়িত্ব কর্তব্য আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা তাকে পালন করতে হবে আপনার শাশুড়ীকে আচার আচরণ ও মিষ্টি হাসি দিয়ে তাকে মুগ্ধ করায় চেষ্টা করুন। তাহলে আপনি নিজেই আপনার স্বামীকে মায়ের বদ দোয়া থেকে বাঁচাতে পারবেন। আপনার শাশুড়ির মেজাজ যদি ভালো না থাকে তাহলে ধৈর্য ধরুন। সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন আপনার হাতেই সংসারের দায়িত্ব এসে পড়বে। নিজেকেই আবার শাশুড়ী হতে হবে। তাই ধৈর্য ধরে মিষ্টি হাসি সহকারে শাশুড়ীর খেদমত করে গেলেই দেখবেন বউ-শাশুড়ি সুন্দর সম্পর্ক সৃষ্টি হবে।

www.pathagar.com

আর যিনি শাশুড়ী হয়েছেন তিনি যদি চিন্তা করেন, আমার ছেলের স্ত্রী দীর্ঘদিন পিতামাতার মাঝে একটি পরিবেশ থেকে নতুন একটি পরিবেশে এসেছে একদিনে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে না। আপনার ছেলের স্ত্রী হিসেবে তাঁরও অনেক অধিকার আছে আপনার ছেলের ওপর। আপনার ছেলে সেসব অধিকার দিচ্ছে কিনা তাও আপনার চিন্তা করা প্রয়োজন। আপনার নিজের কোনো মেয়ে যদি বিয়ে দিয়ে থাকেন এবং সেই মেয়ে সে পরিবারে যদি শাশুড়ীর মাধ্যমে নির্যাতিত হয় তাহলে আপনার কেমন লাগবে ? তাই নিজের মেয়ের কথা চিন্তা করে আপনার ঘরে অন্যের যে মেয়েকে ছেলের বউ হিসেবে এনেছেন তাকে মহব্বতের দৃষ্টিতে দেখুন ।

আসলে পুরুষ বা মহিলা যিনিই ইসলামী আন্দোলনে এসেছেন নিজের ঘরকে যদি আল্লাহর রঙে রঙীন করতে না পারেন তাহলে আপনার সমস্যা থেকেই যাবে। তাই অন্যকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। আপনার ঘরের সমস্যা কেউ দূর করতে পারবে না। নিজেই নিজের সমস্যা দূর করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন অশেষ ধৈর্য ও মুখে একটুখানি মিষ্টি হাসি সহ কাজ করা।

আপনি ইসলামী আন্দোলনের পুরুষ বা মহিলা কর্মী। আপনি বিয়ের পর দেখবেন আপনার স্ত্রী বা স্বামী ইসলামী আন্দোলনের পথে নয়। এতে মনে নিরাশা বা হতাশার কোনো কারণ নেই। মিষ্টি হাসি দ্বারা পারিবারিক জীবন সুন্দর ও সুখী করার পরিবেশ সৃষ্টি করুন। আপনার স্ত্রী বা স্বামীর ওপর আপনার কথাবার্তা চালচলনে আস্থা সৃষ্টি করুন। একদিনে তাড়াতাড়ি সব ঠিক করে নেবার আশা করবেন না। ইসলাম এমন এক আলো আপনি তা পালন করতে থাকলে একদিন আপনার চারিদিক ইনশাআল্লাহ আলোকিত হবেই। আমরা বাইরের অনেক লোকের সাথে কষ্ট করে হিকমতের সাথে কাজ করি কিন্তু অনেকেই নিজেদের ঘরের ব্যাপারে উদাসীন। তাই প্রত্যেকে নিজেদের ঘরের প্রতি নজর দিলে নিজ নিজ ঘর দীনের আলোতে আলোকিত হবে ইনশাআল্লাহ।

স্বামী বা স্ত্রী যে কোনো একজন যদি ইসলাম বিরোধী কোনো সংগঠনে থাকেন তবে ধৈর্য ধরে কাজ করুন। মানুষের মনমানসিকতা হঠাৎ করে পারিবর্তন করতে পারবেন না। প্রথমেই সমালোচনা না করে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলুন। সম্পর্কে দূরত্ব সৃষ্টি হতে পারে এমন কোনো কথা বলা থেকে বিরত থাকুন। তালাশ করতে থাকুন আপনার স্ত্রী বা স্বামীর কি কি ভালো গুণ আছে। সময় সুযোগে মিষ্টি হাসি দিয়ে ভালো গুণের প্রশংসা

www.pathagar.com

করুন এবং কি কি খারাপ দিক আছে তাও মনে মনে চিহ্নিত করুন। তা সমালোচনা না করে ক্রমেক্রমে সংশোধনের চেষ্টা চালান। একদিকে মহব্বত অন্য দিকে মিষ্টি হাসির বেড়াজালে যদি আবদ্ধ করতে পারেন তবে তিনি আর যাবেন কোথায় ? আপনি ইনশাআল্লাহ পরিবারের সবার মন জয় করতে পারবেন। এ ব্যাপারে যে সমস্ত পরিবারের স্বামী-স্ত্রী দুজনই আল্লাহর পথের পথিক তাঁদের নিকট থেকে বাস্তব পরামর্শ নিতেও ভুলে যাবেন না।

আর আপনার স্ত্রী বা স্বামীর কারণে আপনি নিজে যদি দীনি আন্দোলন থেকে দূরে সরে যান তাহলে বুঝতে হবে, আন্দোলনে এসে আপনি নিজেই আসলে কোনো পুঁজি সংগ্রহ করতে পারেন নাই, তাই স্বামী বা স্ত্রীর কৈফিয়ত দিয়ে লাভ নেই। নিজের আমলী জিন্দেগীর ত্রুটি তালাশ করে নিজকে সংশোধন করার চেষ্টা করুন। আপনার নিজের একেবারে আপনজনকে যদি আন্দোলনে নিয়ে আসতে না পারেন তবে আপনার দ্বারা কি হবে ? অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে, তবে ব্যতিক্রমতো ব্যতিক্রমই।

শ্বশুরবাড়ীর মিষ্টি হাসি

আপনি বিয়ে করেছেন, আপনার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে যদি মিষ্টি হাসি হাসতে না পারেন তাহলে আপনার শ্বশুরবাড়ী যাওয়াটাই বৃথা। আর যদি মিষ্টি হাসি দিতে পারেন তাহলে শালা শালীতো কথাই নেই, আপনার শ্বশুরবাড়ীর আত্মীয়স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে একটা সাড়া পড়ে যাবে, আপনার শ্বশুর কত ভালো পাত্র পেয়েছেন। কত প্রশংসা, কত সম্মান, কত ইজ্জত। আর আপনি যদি সবার সাথে ভালো আচরণ করে যান তাহলে দেখবেন আপনার শ্বশুরবাড়ী ইসলামী আন্দোলন বুঝাতে হবে না, আপনার গুণে মুগ্ধ হয়ে অনেকেই আপনার নিকট ইসলামী আন্দোলন বুঝার চেষ্টা করবেন।

আপনি বউ হয়ে শ্বশুরবাড়ী এসেছেন, যে পরিবারে নতুন বউ আসেন সবার দৃষ্টি থাকে সেই বউর প্রতি। কারণ আপনার দ্বারা একটি নতুন সংসার গড়ে উঠবে। তাই আপনি প্রথমেই সবার মনজয় করার চেষ্টা করুন। মনজয় করার জন্য আপনার মুখে মিষ্টি হাসি খুবই প্রয়োজন। মিষ্টি হাসি দিয়ে যদি ছোট ছোট ভাই বোনদেরকে মুগ্ধ করতে পারেন তাহলে দেখবেন ভাবী ভাবী বলে আপনাকে ভালোবাসার শেষ নেই।

www.pathagar.com

শ্বশুর-শাশুড়ীর মুখেও দেখবেন কত প্রশংসা—আল্লাহ পাক কত ভালো একটা বউ ভাগ্যে রেখেছে। শ্বশুরবাড়ীর সংসার অগোছালো দেখলে মনটা খারাপ করে বলার প্রয়োজন নেই যে, হায় হায়, আব্বা, আম্মা, ভাই বা দুলাভাই আমাকে কোথায় বিয়ে দিলেন একটু খোঁজ খবরও বোধ হয় নেন নাই। সংসার যদি আপনার পছন্দ মত না দেখেন তাহলে ধৈর্য ধরে সংসার চালিয়ে যান। কয়টা বছর অপেক্ষা করুন, তারপর এ সংসার সবই আপনার হাতে আসবে তখন যেভাবে চান সেভাবেই সংসার সুন্দর করে সাজাতে পারবেন। বিয়ের পর অধৈর্য হয়ে জীবনকে বিপন্ন বা প্রশ্নের সম্মুখীন করে লাভ নেই। আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহর সাহায্য চেয়ে মিষ্টি হাসির মাধ্যমে নিজের সংসার নিজেই গড়ে তুলুন। পরিবারের মধ্যে ইসলামের চর্চা আরম্ভ করে দিন। আজ হোক বা কাল হোক আপনার সংসার সুন্দর ও সুখের হবে ইনশাআল্লাহ।

অনেক সময় দেখা যায় জামাই শ্বশুরবাড়ী গিয়েছেন। যাবার পর শ্বশুরকে একটি সালাম এবং আসার সময় একটি সালাম। তাছাড়া শ্বশুর শাশুড়ির বা মুরব্বীদের সাথে বসে আলাপ আলোচনা করা বেআদবী মনে করেন। অনেক ছেলেমেয়ে পিতাকে দেখলেও খুব দূরে অবস্থান করে থাকেন, নিজের আব্বার সাথে বসে আলাপ আলোচনা করা বেআদবী মনে করেন। মুরুব্বীগণও এ ব্যাপারে পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন না। এতে সবচেয়ে বেশী নবীনরাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকেন। প্রবীণরা যাঁদের জীবন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় ভরপুর তাদের নিকট বসে যদি বাস্তব শিক্ষাগ্রহণ করা না যায় তাহলে নবীনরা কিভাবে গড়ে উঠবে এবং প্রবীণরাও আপনজনকে কেন বঞ্চিত করবেন।

এ ব্যাপারে গোলাপগঞ্জের রনকেনি গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তি আমার শ্বশুর মরহুম আজিজুর রহমান চৌধুরী সাহেবের নিকট আমি অনেক ঋণী। আমি যখন শ্বশুরবাড়ী যেতাম, আমার শ্বশুর ঘরের বারান্দায় একটি চেয়ারে বসতেন এবং একটি চেয়ার আমার জন্য রাখতেন। অবসর সময়ে আমাকে ডেকে এনে পাশে বসাতেন এবং ধীরে ধীরে জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতেন। কোথায় কোথায় চাকুরী করেছেন, কোথায় কোথায় কার বক্তৃতা শুনেছেন। কোথায় বাঘ, হরিণ শিকার করেছেন, কোন্ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বা সেক্রেটারী ছিলেন, কোন্ সময় কোন্ অবস্থা হয়েছিলেন, বাপ-দাদাদের জমিদারীর অবস্থা কি ছিলো, দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, আন্দোলনের বিভিন্ন অবস্থা ইত্যাদি। এতে আমার কর্মময় জীবনে অনেক শিক্ষা পাই। যা সারা জীবন কাজে লাগবে। আমার শ্বশুর যখন

www.pathagar.com

বসে বসে আমার সাথে আলাপ করতেন অন্যান্য সবাই অবাক হয়ে বলতেন শ্বশুর-জামাই বেশ বন্ধুত্ব।

তাই মুরব্বীগণ এভাবে নতুন প্রজন্মের সাথে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলে এবং নবীনরাও বেআদবী মনে না করে মুরুব্বীদের সাথে বসে অভিজ্ঞতা জানার চেষ্টা করলে জীবনে অনেক ফায়দা হবে। তবে এ ব্যাপারে মুরুব্বীদেরকে পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

সাংগঠনিক জীবনে মিষ্টি হাসি

সাংগঠনিক জীবনে মিষ্টি হাসির গুরুত্ব অপরিসীম। আপনি তা উপলব্ধি করতে হলে ঐসব নেতা ও কর্মীদের ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। যিনি মিষ্টি হাসি হাসতে পারেন না দেখবেন ঐ ব্যক্তির সাংগঠনিক জীবনে আন্তরিকতার কোনো পরিবেশ নেই, কাজকর্মে মজা লাগে না। বছরে ঐ এলাকায় নেতা ও কর্মীদের মধ্যে কর্মী ও কর্মীদের মধ্যে উর্ধতন ও অধস্তন দায়িত্বশীলদের মধ্যে কত ঝগড়া কত কথা কাটাকাটি, পারস্পরিক কত মনোমালিন্য, কত গীবত, মীমাংসার জন্য কত বৈঠক কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল কত পেরেশানী, কত পরামর্শ, কত তদারক আরো কত কি ? তার আসল কারণ যদি আপনি তালাশ করেন, তাহলে দেখবেন তিনি মিষ্টি হাসতে পারেন না, তিনি বদমেজাজী, কথাবার্তায় কোনো সহানূভূতি নেই, কাজকর্মে কোনো রস নেই, নেই কোনো আকৃষ্ট ও আন্তরিকতা। একজন অন্যজনকে দেখলে পাশকাটিয়ে যাবার চেষ্টা করেন, একটু সালাম দিয়ে আগ্রহ সহকারে হাত মিলাতে মন চায় না। পারস্পরিক সৌজন্যমূলক সাক্ষাতের নেই কোনো আকর্ষণ। সবকিছুর মূলে আপনি যদি তালাশ করেন তাহলে দেখবেন এক ভাই অন্য ভাইয়ের প্রতি, এক বোন অন্য বোনের প্রতি, দায়িত্বশীল কর্মীদের প্রতি ও কর্মী দায়িত্বশীলদের প্রতি পারস্পরিক একটুখানি মিষ্টি হাসি ও কোমল ব্যবহারের অভাব।

মিষ্টি হাসির মাধ্যমে আপনার স্বভাব চরিত্রে কোমল ব্যবহার ফুটে উঠবে। আল্লাহ তাআলা সূরা আলে ইমরানের ১৫৯ আয়াতে বলেছেন ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ج وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ص

www.pathagar.com

"হে নবী! এটা আল্লাহর বড় অনুগ্রহের বিষয় যে, তুমি এসব লোকের জন্য খুবই নম্র স্বভাবের। অন্যথায় তুমি যদি উগ্র স্বভাবের ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হতে তবে এসব লোক তোমার চারিদিক থেকে সরে যেতো।"

প্রিয় নবী (স) ছিলেন সাথীদের জন্য কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তাঁর প্রিয় সাথীদের সাথে কঠোর ও বলপ্রয়োগের লেশমাত্র ছিল না। তাঁর আচার-আচরণ, কথাবার্তা ও কর্মপদ্ধতিতে ছিল না কোনো কোনো প্রকার কঠোরতা, অশালীন কথাবার্তা বা বদমেজাজী। যাঁরাই প্রিয় নবীর সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁরা আপন হয়ে গিয়েছেন। তাঁর ইঙ্গিতে সাথীরা নিজের জানমাল কুরবানী করাকে জীবনের চরম সফলতা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। রাসূল (স)-এর ব্যবহারিক জীবনের কোমলতা সহজ আচরণ ও কথাবার্তা সাথীদের জীবনের অনেক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন

রাসূল (স)-এর জীবনকে যদি আমরা অনুসরণ করতে চাই তাহলে নিজকে সহজ করে নিতে হবে, মিষ্টি হাসি শিখতে হবে। মিষ্টি হাসি প্রফুল্ল মন ও কোমল ব্যবহার আমাদের জীবনকে সুখময় করে তুলবে।

দায়িত্বশীলদের মিষ্টি হাসি

আপনি ইসলামী আন্দোলনের যে কোনো স্তরের একজন দায়িত্বশীল। কর্মীদের চেয়ে আপনার মিষ্টি হাসির বেশী প্রয়োজন। যে কোনো সময় আপনার কর্মীর সাথে যখন দেখা হবে, যখনই কথা বলবেন মুখে একটু মিষ্টি হাসি রাখুন। মিষ্টি হাসি সহকারে আপনার কর্মীকে কাজ দিন। কাজ বুঝিয়ে দিন, কাজের তদারক করুন। দেখবেন, উত্তম ফল পাচ্ছেন। আপনার কর্মী কাজ করাই বড় কথা নয়। কাজ করার সাথে সাথে আপনার সাথে মহব্বতের সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়াও প্রয়োজন। একদিকে কর্মীদেরকে কাজ করাবেন, অন্যদিকে কর্মীরা আপনার কোমল ও মধুর ব্যবহারে আকৃষ্ট হবে। এর অর্থ এটা নয় যে, আপনি কর্মীদেরকে সবসময় তোষামোদ করে চালাবেন। আন্তরিক পরিবেশ মধুর সম্পর্কের মধ্যে যদি আপনি কর্মীকে কোনো সময় ধমক দেন বা রাগও করেন তাহলে দেখবেন এ রাগ কর্মীরা রাগ হিসেবে নেবে না, তাঁদের নিজেদের অগ্রগতির জন্য তা গ্রহণ করে নেবে।

কেউ হয়তো মনে করতে পারেন যে, আমি দায়িত্বশীল, আমাকে দায়িত্ব আঞ্জামের জন্য কাজ আদায় করতে হবে। এখানে বেশী হিসেব

www.pathagar.com

নিকেশ করা যাবে না। আমার কাজ হলো কিনা তাই আমাকে চিন্তা করতে হবে। আমার কথায় কে দুঃখ পেল আর কে খুশী হলো তা ভেবে দেখার সময় নেই। সবাইতো আল্লাহকে খুশী করার জন্য কাজ করি। এখানে এতো কিছু চিন্তা করে কিভাবে দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া যাবে। আপনি যদি এ মনোভাব নিয়ে সহকর্মীদের সাথে আচরণ করেন, তাহলে দায়িত্বশীল হিসেবে আপনার ভূমিকা ঠিক হলো না। কারণ আপনি যাদেরকে নিয়ে কাজ করছেন, তারাতো মেশিন নয়—তাঁরা রক্তে মাংসে গড়া মানুষ। আপনাকে সবাইকে বুঝিয়ে চালাতে হবে। সবাইকে নিয়েই আপনাকে চলতে হবে। প্রত্যেক প্রোগ্রামের পর আপনার কর্মীরা যদি খুশী হন, উৎসাহিত হন, পারস্পরিক সম্পর্ক মজবুত হয়, কাজের অভিজ্ঞতা হয় তাহলে আপনি মনে করবেন, প্রোগ্রামে ফায়দা হয়েছে, তখন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা প্রয়োজন। কিন্তু খুব বড় প্রোগ্রাম হলো ঠিকই পরে দেখা গেলো কাজ কর্ম নিয়ে কথা কাটাকাটি, কেউ রাগ করে বসে আছেন এর মীমাংসার জন্য আরো পেরেশানী অথবা এমন প্রোগ্রাম হলো সে সংগঠনের ঋণের বোঝা বেড়ে গেলো। তা নিয়ে আবার সবসময় মন খারাপ। তাহলে এ ধরনের প্রোগ্রাম যা সংগঠন হজম করতে পারে না, তা এলাকায় সংগঠনের জন্য কোনো কল্যাণ বহন করে আনবে না।

তাছাড়া আপনি মনে করুন, আপনি দায়িত্বশীল হিসেবে কোনো কর্মীকে কাজ দিয়েছেন কিন্তু তিনি কাজটি করলেন না বা কাজটি সঠিকভাবে হলো না, বা তিনি যে কাজটি করেন নাই তার খবরটা দেয়া হলো না, তাতে বেশ ক্ষতি হয়ে গেল। এ অবস্থা নিশ্চয় একজন কর্মীর জন্য দূষণীয় কিন্তু কর্মীর সাথে দেখা হবার পর আপনি যখন জানলেন যে কাজটি হয় নাই তখন আপনার মেজাজটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। রাগে আপনার চোখ মুখ একেবারে লাল হয়ে গেছে। কড়া মেজাজে তখন বললেন, তোমার মত অপদার্থ আর দেখি নাই, তোমার দ্বারা কিছুই হবে না। আপনার চেহারা এমন হয়েছে যে, তাকালে ভয় আসে। তাহলে আপনার এ ধরনের আচরণে ঐ কর্মীকে হারানোর সম্ভাবনা আছে। আপনার অর্পিত কাজটিও হলো না। কর্মীকেও হারালেন। এ ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরে যদি কাজটি না হওয়ার ক্ষতিটা বুঝিয়ে বলেন, কাজটি করার এখনও যদি সময় থাকে তাহলে তা সহজভাবে করার উপায় বলে দেন, আন্তরিকতার সাথে ব্যবহার করেন, তাহলে দেখবেন আপনার কর্মী মর্মাহত হবে। মনে লজ্জা পাবে। ভবিষ্যতে হয়তো আর গাফলতি করবে না। সে অগ্রসর হবার জন্য আপনার নিকট প্রেরণা পাবে। আপনার ব্যক্তিগত আচরণ তাকে অনুপ্রাণিত করবে।

www.pathagar.com

আন্দোলনের কাজ করতে গিয়ে আমার সবসময় একটা কথা স্মরণ থাকে যা এক জিলা আমীর সম্মেলনে মুহ্তারাম আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম বলেছিলেন। তিনি যে শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন তা আমার মনে নেই। কিন্তু আমি যা বুঝেছিলাম তাহলো—দায়িত্বশীল যদি বদমেজাজী বা খিটখিটে মেজাজের অধিকারী হন, তাহলে সেখানে সংগঠনের সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হবে না। এ ধরনের দায়িত্বশীলগণকে সংশোধন হতে হবে, সুন্দর ব্যবহার শিখতে হবে, নতুবা এ ধরনের মেজাজের অধিকারী কাউকে দায়িত্ব না দেয়াই কল্যাণকর।

সংগঠনের দায়িত্বশীল সম্পর্কে জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মুহ্তারাম মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) যে উপদেশ দিয়ে গেছেন, তাহলো—"যিনি জামায়াতের কোনো দায়িত্বপূর্ণ কাজে অভিষিক্ত হবেন, যার অধীনে কিছু সংখ্যক লোক থাকবে, তার জন্য নিজকে বড় একটা কিছু মনে করে অধস্তন সহকর্মীদের ওপর অহেতুক কর্তাগীরি ফলানো কোনোক্রমেই সংগত নয়। তার জন্য কখনো প্রভুত্বের স্বাদ গ্রহণ করা উচিত নয় বরং সহকর্মীর সাথে নম্র ও মধুর ব্যবহার করাই কর্তব্য। কোনো কর্মীর মনে বিদ্রূপের ভাব উচ্ছৃংখল মনোবৃত্তি মাথাছাড়া দেয়ার দায়িত্ব যেন তার কোনো ভুল কর্মপন্থার ওপর অর্পিত না হয়। সে জন্য সর্বদা তার বিশেষভাবে সতর্ক থাকা দরকার। যুবক, বৃদ্ধ, দুর্বল, সবল, ধনী গরীব ইত্যাদি বাচবিচার না করে সকলের জন্য একই ধারা অবলম্বন করা তার পক্ষে সমিচীন নয়। বরং তার কর্ম বন্টনের সময় জামায়াতের বিভিন্ন কর্মীর ব্যক্তিগত অবস্থার প্রতি বিশেষ নজর রাখা উচিত এবং যে যতটুকু সুযোগ সুবিধা লাভের যোগ্য তাকে ততটুকু সুযোগ সুবিধা দেয়া উচিত। জামায়াতকে তার এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত যেন আমীর কোনো পর্যায়ে উপদেশ দিলেন কিংবা আবদেন করলেন, কর্মীগণ যেন তা নির্দেশ হিসেবেই গ্রহণ করে, তদনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করে।"–হেদায়াত বই

আপনি ইসলামী আন্দোলনের একজন কর্মী আপনার সাথে দায়িত্বশীল মিষ্টি হাসি সহকারে ব্যবহার করবেন ঠিকই কিন্তু দায়িত্বশীলের নিকট আপনি সবসময় মিষ্টি হাসির আশা করা ঠিক হবে না। আপনি যে কোনো সময় চাইলে দায়িত্বশীলের সাথে বসে আলাপ করা, কিছু গল্প করা বসে বসে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন না। যে কোনো সময় আপনার ইচ্ছা মত সময় চাইলে সে সময়ও পাবেন না। এতে আপনি যদি মনে করেন আমার দায়িত্বশীল আমাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না বা আমার দায়িত্বশীলের মেজাজ ভালো নয়—কিভাবে তার সাথে কাজ করবো। এ বলে সমালোচনা

www.pathagar.com

করেন তাহলে আপনি দায়িত্বশীলদের প্রতি ইনসাফ করতে পারলেন না। আপনি মনে করুন, আপনি যখন দায়িত্বশীলের রুমে গেলেন বা বাসায় গেলেন তখন হয়তো তিনি কোনো আলোচনা নোট করছেন। একটু পরেই কোনো প্রোগ্রামে বক্তব্য রাখতে হবে। হয়তো কোথাও থেকে কোনো সংঘর্ষের সংবাদ এসেছে এ নিয়ে চিন্তা করছেন কি সিদ্ধান্ত দিতে হবে, হয়তো কিছুসময়ের মধ্যে কোথাও কোনো গুরুত্বর্পূ ব্যাপারে ফোন আসবে, এনিয়ে চিন্তা করছেন বা একটু পরেই কেউ সাক্ষাতের জন্য আসবেন তাঁর সাথে আলাপ করতে হবে যিনি পূর্বেই সময় চেয়ে নিয়েছেন বা কিছু পরে কোনো বৈঠক আছে। সেই বৈঠকের ব্যাপারে চিন্তায় আছে। এমতাবস্থায় দায়িত্বশীল হঠাৎ আপনাকে সময় দেয়া বা আপনার সাথে বসে রসের গল্প করা কি সম্ভব ? এতে আপনি মনে মনে রাগ করলেন যে, দায়িত্বশীল এতই ব্যস্ত যে আলাপ করার মত সময় নেই ইত্যাদি। আপনি আমার লেখা পড়ে হয়তো মনে করবেন যে, এভাবে কি হয় ? এভাবে কি কোনো কর্মী আছেন ? আসলে সাংগঠনিক জীবনে এভাবেও দায়িত্বশীলের ব্যাপারে অনেক কথাবার্তা হয়ে থাকে। একটা আদর্শবাদী আন্দোলনের কর্মীদেরকে তা বুঝতে হবে, যদি না বুঝেন তাহলে আপনার মধ্যে আন্দোলনকে বুঝা ও সাংগঠনিক মেজাজের মারাত্মক অভাব। আসলে আপনি কোনো দায়িত্বশীলের ব্যাপারে এ ধারণা যদি করে থাকেন, তা সেই দায়িত্বশীলও জানতে পারেন না। তাই দায়িত্বশীলদের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করার আগে নিজেই চিন্তা করে দেখবেন অযথা সাংগঠনিক পরিবেশ নষ্ট করবেন না। আর কোনো ব্যাপারে যদি মনকে বুঝাতে না পারেন তবে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলকে অবহিত করুন।

ছাত্রসংগঠনের সাথে মিষ্টি হাসি

আপনি যে এলাকায় কাজ করেন হতে পারে আপনার এলাকার ছাত্র সংগঠনের সাথে আপনার সম্পর্ক ভাল নয়। তাঁরা আপনার প্রতি, আপনি তাদের প্রতি খুশি নন। পরস্পর পরস্পরকে ভাল লাগে না। এ ক্ষেত্রে আপনি যদি চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন আসলে মিষ্টি হাসির অভাব। এখানে মিষ্টি হাসির আদান প্রদান যতই বেশী হবে সম্পর্ক ততই গভীর হবে। আপনি যদি ছাত্র সংগঠনের ওপর মহব্বতের জাল বিস্তার করতে পারেন, তাহলে দেখবেন সে জাল থেকে কেউ বের হতে চাইবে না। তাদেরকে আদর করুন। প্রাক্তন ভাইদেরকে তাড়াতাড়ি রুকন করার চেষ্টা করুন। দেখবেন আপনার এলাকার মানগত দায়িত্বশীলদের অভাব দূর

www.pathagar.com

হয়ে গেছে। ছাত্র কর্মীদের প্রতি রাগ করে তো আপনার লাভ নেই। তারাই আপনার আন্দোলনের ভবিষ্যত। তাদের কিছু ত্রুটি হওয়াতো বিচিত্র কিছু নয়। আপনি প্রবীণ হিসেবে হয়তো অনেক ভুল করেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। আন্দোলনে নবাগত হিসেবে তাদের ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। তাই একবার মন খারাপ হলেও পরবর্তী সময়ে মিষ্টি হাসি দিয়ে সব ঠিক করে নেন। পরবর্তী সময় আপনি মিষ্টি হাসি দিতে না পারাটাই সমস্যা। আপনি যদি মনে করেন একশত ভাগ দোষ স্বীকার করতেই হবে, আপনি যদি মন খারাপ করে বসে থাকেন, তাহলে মুরুব্বী হিসেবে আপনাকে সংশোধনের তো কেউ নেই, নিজেই মিষ্টি হাসি দিয়ে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে নেন।

আপনি ছাত্র সংগঠনের কর্মী, আপনি তো ময়দানে দিবারাত্র কাজে ব্যস্ত। আপনাকে নিয়ে কেন সমস্যা হবে ? আপনাকে নিয়ে যদি ময়দানে সমস্যা হয় তাহলে বুঝতে হবে আপনিও মিষ্টি হাসি শিখেন নাই। ছাত্র সংগঠনে থাকা অবস্থায় যদি মিষ্টি হাসি না শিখেন, সমস্যা সৃষ্টি করেন তা হলে আপনার দ্বারা ভবিষ্যতে কি আশা করা যায়। এখন যাঁর প্রতি দুঃখিত, সেখানে আপনাকেই আসতে হবে—তাহলে পরবর্তী স্থানটি এখন থেকে মিষ্টি হাসি দিয়ে তৈরী করেন না কেন ? ধৈর্য ধরে কাজ করে যান। গণসংগঠনে যেভাবে কাজের বা ব্যবহারের আশা করেন আপনি এসে নিজেই তা পূরণ করুন। অনেক ভাইকে ছাত্র জীবনের শেষে আফসোস করতে দেখেছি তারা যখন সংগঠনে এসে কাজ করছেন তখন তাদের ভুল ভেঙ্গেছে, বলেছেন—না জানার কারণে অভিজ্ঞতার অভাবে ছাত্র জীবনে কাজকর্মের ব্যাপারে মুরব্বীদের অনেক সমালোচনা করেছি এখন গণসংগঠনে এসে ছেলেমেয়ের পিতা হবার পর সবই বুঝতে পেরেছি, এখন সবই টের পাচ্ছি। সংসারের এত দায় দায়িত্ব নিয়ে আন্দোলনের কাজ চালিয়ে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়।

আপনি ছাত্র সংগঠনের দায়িত্বশীল আপনি আপনার সংগঠনের প্রাক্তন দায়িত্বশীলদেরকে যথাযথ মর্যাদা দেবেন। তাদেরকে সম্মান দেখাবেন তাদেরকে মর্যাদা দিতে কর্মীদেরকে শিক্ষা দেবেন তাহলে আপনি যখন প্রাক্তন হবেন তখন আপনি প্রাক্তনের মর্যাদা পাবেন। আর আপনি যদি তা না পান তাহলে বুঝতে হবে আপনি আপনার কর্মীদেরকে এ ব্যাপারে সাঠিক শিক্ষা দিয়ে আসেন নাই।

www.pathagar.com

মহিলা ও ছাত্রীদের ব্যাপারে মিষ্টি হাসি

আপনি ইসলামী আন্দোলনে আছেন। আপনার স্ত্রী, বোন বা মেয়েকে মিষ্টি হাসির মধ্যেই পরিবেশ সৃষ্টি করে ইসলামী আন্দোলনে আনার চেষ্টা করুন। ইসলামকে বুঝার জন্য তাঁরা আপনার মত নিকটের মানুষতো আর পাবেন না। তাই তাদেরকে ভালোভাবে বুঝাবেন তাঁরা যাতে আন্দোলনের কাজ করতে পারেন সে জন্য ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আমাদের দেশে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ মহিলাদের কম। তাই আপনারই তাদেরকে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। তাদের পড়াশুনা করার জন্য বইপত্রের ব্যবস্থা করে দিন। আপনার ছোট ছেলেমেয়ে আছে। মাঝে মাঝে আপনি ঘরে থেকে তাদের দেখাশুনার দায়িত্ব নিজেকে নিতে হবে। তাহলে আপনার স্ত্রী প্রোগ্রামে যেতে পারবেন। আর আপনি যদি কাজের সুযোগ করে না দেন আর বলেন আমার স্ত্রীকে তো অগ্রসর করতে পারি না, তাহলে কেমন হবে। আপনার মেয়ে বা বোন ছাত্রীদের মধ্যে ইসলামের কাজ করেন তাদেরকে তো আপনি নজর রাখবেন। প্রোগ্রামে যেতে তাদের রিক্সাভাড়া প্রয়োজন, তাদের এয়ানত ও অন্যান্য খরচ প্রয়োজন আপনি তা ব্যবস্থা করে দিন। সংগঠনের কাজে আপনার মেয়ে আপনার নিকট বারবার টাকা চাবে কেন ? চাওয়ার আগেই তাদের যে খরচ প্রয়োজন তা আপনি দিয়ে দেবেন—তাদেরকে উৎসাহিত করবেন।

কোনো মহিলা কর্মীকে কাজ করতে স্বামী যদি বাধা দেন বা কোনো ছাত্রীকে কাজ করতে যদি তার পিতা বাধা দেন, তাহলে ঐ স্বামী বা পিতার বন্ধু যিনি আন্দোলনে আছেন তিনি যদি মিষ্টি হাসি সহকারে তাদের সাথে যোগাযোগ করেন—তাহলে আশা করা যায় যে তারা বুঝ বেন, তাছাড়া নিজেরাও ভালো আচরণের মাধ্যমে বুঝাতে হবে।

অনেক সময় ছাত্রী কর্মীদের পিতামাতা তাদেরকে কোনো প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে দুই তিন দিনের জন্য দিতে চান না, তখন পিতামাতাকে বুঝাতে হবে এছাড়া তো কোনো পথ নেই। যখনই পিতামাতা দেখবেন আমার মেয়ে কুরআন পড়ে, হাদীস পড়ে, নামায পড়ে, গান বাজনা করে না—তার মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ আছে তাহলে পিতামাতা এমনিই ঠিক হয়ে যাবেন—তাই মিষ্টি হাসি সহকারে পরিবারে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন কাজের কোনো অসুবিধা হবে না।

www.pathagar.com

সংগঠনে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করুন

সংগঠনের সবাইকে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। তাহলে কাজে মজা পাবেন। সুন্দর পরিবেশ থাকলে মানগত লোক তৈরী হবে। নতুন নতুন যোগ্য লোক পাবেন। এ ব্যাপারে মিষ্টি হাসি ও হেকমতের সাথে ডিলিং করতে হবে।

এ ব্যাপারে জনাব আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদের আচরণ সংক্রান্ত একটি আলোচনা আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তাঁর আলোচনায় আমি বুঝেছিলাম তাহলো আপনি একজন দায়িত্বশীল। আপনার এলাকায় আপনার চেয়ে যারা বয়সে বড়, শিক্ষায় বড়, সমাজিক মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তিতে বড়, আপনি তাঁদের সাথে মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করুন। আপনি দায়িত্বশীল তাঁরা আপনার অধিনস্থ কর্মী ভেবে ব্যবহার করলে চলবে না। তারা আপনার কর্মী হলেও তাঁরা আপনার সাথে দেখা করতে আসলে চেয়ার থেকে উঠে মোসাফাহা করুন। রাস্তা দিয়ে একসাথে যাওয়ার সময় তাঁদেরকে একটু সামনে দিয়ে আগে যেতে বলুন। তাঁদের জ্ঞানের ও শিক্ষার কদর করুন। তাহলে আপনি বয়সে ছোট, শিক্ষায় কম, সামাজিক মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তিতে কম হলেও তারা আপনাকে ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীল হিসেবে আন্তরিকভাবে সম্মান দেখাবেন। তাঁদের নিকট আপনি দায়িত্বশীল হিসেবে গ্রহণযোগ্যতার কোনো অভাব হবে না। আর আপনার সাথে যারা বয়সে কম, শিক্ষায় কম, সামাজিক মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তিতে কম তাদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে। তাঁরা যেন কোনো সময় একথা অনুভব করতে না পারেন যে, আপনি তাদেরকে ছোট মনে করছেন, তাঁদেরকে অবহেলা করছেন ; তারা যদি বুঝতে পারে আপনি তাদেরকে মহব্বত করেন তাহলে আপনার সংগঠনে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হবে। আপনার মিষ্টি হাসিপূর্ণ ব্যবহার পরিবেশকে আরো উন্নত করবে।

অনেক সময় দেখা যায় আন্দোলনে প্রথমে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁরা হয়তো কেউ বয়সের কারণে বা কোনো সমস্যার কারণে এখন তেমন কাজ করতে পারছেন না। পিছনে পড়ে গেছেন। আপনি তাদেরকে আন্দোলনে যদি কোনোভাবে ধরে রাখতে পারেন, তাহলে আপনি অনেক সাহায্য পাবেন। তাঁদের খোঁজ খবর নেবেন, মুরুব্বীদের বাড়ী যাবেন, বর্তমানে সংগঠনের কাজের উন্নতির কথা তাঁদের সাথে আলোচনা করবেন, তাদের শুকরিয়া আদায় করবেন তখন আপনি আপনার এলাকায়

www.pathagar.com

প্রবীণদের প্রাণভরা দোয়া পাবেন। তাদের পরিবারের লোকজন ও আত্মীয় স্বজনকে কাজে লাগাতে পারবেন।

আর আপনি যদি মনে করেন, আমি তাঁদের চেয়ে এখন বেশী কাজ করি পুরাতন লোকেরা ইনাকটিভ, এ সমস্ত লোকদের সাথে যোগাযোগ করে সময় নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি যদি শ্রদ্ধার সাথে তাদের সাথে ব্যবহার না করেন তাহলে আন্দোলনে আপনার লোকসান হবে।

যারা পূর্বে কাজ করেছেন তারা যদি মনে করেন, বর্তমান দায়িত্বশীলগণ আমাদের কোনো প্রয়োজন মনে করেন না, আমাদের কোনো মর্যাদা নেই তাহলে তা খুবই বেদনাদায়ক। আপনি যখন প্রবীণ হবেন, তখন আপনার প্রতি এ আচরণ করা হলে আপনার কেমন লাগবে ?

তাই সংগঠনের পরিবেশকে সুন্দর সুস্থ রাখার জন্য প্রত্যেককেই নজর দিতে হবে। আপনি নিজে যে ব্যবহার পেতে চান, আপনি সেই ব্যবহার করুন। আপনি যদি একজনের নিকট সম্মানের অধিকারী হতে চান, তাহলে তাকে সেভাবে সম্মান করুন। আপনি যদি মহব্বত পেতে চান তাহলে আপনি মহব্বত করুন। আপনি অন্যের নিকট যে আচরণ পেতে চান নিজে সেই আচরণ করুন। অন্যের মিষ্টি হাসি আপনার কাম্য হলে আপনি মিষ্টি হাসি দিন। দেখবেন আপনার সাথে বুঝে শুনে কেউ খারাপ ব্যবহার করবে না।

আপনি যদি আপনার ছেলেমেয়েদের সাথে, পাড়া প্রতিবেশীর সাথে, আন্দোলনের সহকর্মীদের সাথে মিষ্টি হাসি হাসতে পারেন প্রথম সাক্ষাতেই যদি মিষ্টি হাসি দিয়ে রিসিভ করতে পারেন তাহলে দেখবেন আপনার পরিবারে, সামাজিক জীবনে ও সাংগঠনিক কাজে সুন্দর ও মধুর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

কর্মীদের মিষ্টি হাসি

আপনি ইসলামী আন্দোলনের কর্মী, আপনি যদি মিষ্টি হাসি না জানেন তাহলে কোনো দিন জনগণের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবেন না। একটি আন্দোলনের প্রসার ও জনমত গঠনে মিষ্টি হাসির বিকল্প নেই। আপনি যে এলাকায় কাজ করেন, সেখানে জনগণ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের নাম জানেন কিন্তু নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা সাক্ষাত বা মেলামেশা সম্ভব হয় না। তাই এলাকার জনগণ আপনাকে দেখেই সংগঠনের পরিচয় লাভ

www.pathagar.com

করেন। আপনার পরিচিতি সংগঠনের পরিচিতি হিসেবে স্থান পায়। তখন আপনি শুধু ব্যক্তি থাকেন না, আপনার ব্যক্তিগত কাজ তখন ব্যক্তিগত কাজ থাকে না। আপনার ব্যক্তিগত পরিচিতি সাংগঠনিক রূপ নেয়। আপনি হয়তো ব্যক্তিগত একটা কাজ করেছেন যা ভালো হলো না, তখন দেখবেন কথাবার্তা আরম্ভ হয়ে গেছে। অমুক সংগঠনের লোক এ কাজ করেছেন। আন্দোলনে আসার পর সবদিক থেকে আপনাকে পরীক্ষা করা আরম্ভ হয়ে যায়। আপনি কিভাবে কথা বলেন, আপনি কিভাবে আচরণ করেন, আপনার বিরুদ্ধে একজন কথা বললে আপনি কিভাবে উত্তর দেন। কিভাবে আপনি লেনদেন করেন, আপনার ওপর কোনো দায়িত্ব পড়লে তা কিভাবে পালন করেন। আপনার কাজকর্ম আচার আচরণ দেখেই মানুষ আপনাকে বিচার করবে। তাই আন্দোলনে আসার পর আপনাকে ইচ্ছামত চললে হবে না। আপনাকে চিন্তা করতে হবে এ আন্দোলনে কেন আসলেন, কি কাজ করতে হবে। কিভাবে করতে হবে। আপনি আল্লাহর পথের সৈনিক। আপনার কি ধরনের চালচলন আল্লাহ পছন্দ করেন তা জানতে হবে। আল্লাহ তাঁর ঐ সমস্ত বান্দাহকে ভালোবাসেন যারা ঈমান আনে, শিরক করে না, তাওবাকারী, সবরকারী, নামায কায়েম করে, পিতা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করে, আল্লাহর পথে খরচ করে, লজ্জা স্থানের হিফাজত করে, নম্রভাব চলাফেরা করে, তাহাজ্জুদ গোজারকারী, পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করে, আল্লাহর সীমারেখা সংরক্ষণ করে, অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করে না। তাদের রবের ওপর নির্ভরশীল, হকের উপদেশ দেয়, ভালো দিয়ে মন্দকে দূরীভূত করে, আত্মীয়তার হক আদায় করে, ক্রোধের উৎপত্তি হলে ক্ষমা করে দেয়। তারা গীবত করে না, বাড়াবাড়ী করে না, অন্যকে বিদ্রূপ করে না, খারাপ নামে ডাকে না, দোষ অন্বেষণ করে না, বেশী বেশী ধারণা ও অনুমান করে না, বাজে কাজ থেকে বিরত থাকে, মিথ্যার সাক্ষ্য হয় না, আল্লাহ ও রাসূলের অগ্রগামী হয় না, ফাসিক লোক সংবাদ দিলে অনুসন্ধান করে ইত্যাদি।

তাই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে গুণাবলী অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং কাজের পদ্ধতি জানতে হবে। আন্দোলন যদি ব্যাপক রূপ ধারণ করে আর তার কর্মীরা আল্লাহর রঙে রঙিন না হয় তাহলে কোনো সময় হয়তো ইসলামের নামে বিপ্লব হবে কিন্তু পৃথিবীকে আল্লাহর রঙে রঙানো যাবে না।

তাই কর্মীদেরকে সতর্ক থাকতে হবে, আপনার নিজের আচার আচরণের জন্য যেন আপনার দীনের মহান আন্দোলনের বদনাম না হয়। সংগঠনের

www.pathagar.com

ভাবমূর্তী যেন নষ্ট না হয়। জনগণ আন্দোলন বুঝতে গিয়ে আপনি যেন বাধার পাহাড় হয়ে না দাঁড়ান।

অনেক সময় অনেক ভাইকে পাওয়া যায়, যিনি সংগঠনের কাজ মনে করে যা করেন, তা সংগঠনের মেজাজ ও পদ্ধতির খেলাফ, এতে কাজের দ্বারা সংগঠনের লাভ না হয়ে ক্ষতিই বেশী হয়ে থাকে। পরে দেখবেন, কাজটা করার চেয়ে না করাই ভালো ছিল।

অনেক ভাইকে দেখা যায়, তিনি বহুদিন ধরে ইসলামী আন্দোলনে আছেন কিন্তু সংগঠনের পদ্ধতিগত ভাবে তিনি নিজে গড়ে উঠেন না বা কাজও করেন না। অথচ জনগণ তাকে আন্দোলনের লোক মনে করে এবং তার কাজকর্মকে সংগঠনের ব্যাপারে উদাহরণ হিসেবে পেশ করে থাকে তাই সংগঠনের পরিচয় নিয়ে যারা জনগণের মধ্যে বসে আছেন, যাদের উন্নতি নেই, অবনতিও নেই। তাঁরা যত তাড়াতাড়ি সংগঠনে অগ্রসর হয়ে আসবেন, নিজেদের ও সংগঠনের ফায়দা তত বেশী হবে।

আপনি ইসলামী আন্দোলনের কর্মী, আপনি যখন রিক্সায় উঠবেন তখন যদি মনে করেন আমার এ রিক্সা ড্রাইভারের নিকটও দীনের দাওয়াত পৌছাতে হবে। যখন হাট বাজারে যান, যখন কেনাকাটা করেন, অফিস আদালতে যান, সমাজের মানুষের সাথে লেনদেন করেন, কথাবার্তা বলেন আপনি যাদের নিকটই যাবেন—যদি মনে করেন, তাঁরা আল্লাহর বান্দা তাদের নিকট দীনের দাওয়াত পৌছানো আমার দায়িত্ব। তাহলে আপনি যদি সত্যিকার কর্মী হয়ে থাকেন, তাহলে মানুষের সাথে খারাপ আচরণ করা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না। মিষ্টি হাসি সহকারে ব্যবহার করলে দেখবেন ময়দানে যথেষ্ট সাড়া পাচ্ছেন। ইসলামী আন্দোলনের প্রবীণ জননেতা মুহ্তারাম আব্বাস আলী খান বলেছেন, "আমাদের জামায়াত যদি জনগণের কাছে একটি দীনি জামায়াত হিসেবে পরিচিত হয় আমাদের আমল আখলাক যদি মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারে, আমাদের দাওয়াত যদি সর্বস্তরে ব্যাপকতর করতে পারি এবং দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী যদি ইসলামী শাসনের স্বপক্ষে আন্তরিকতার পরিচয় দেয় তাহলে ইসলামী বিপ্লবকে কেউ রুখতে পারবে না।"

নেতৃবৃন্দের নিকট সাক্ষাতের সময় চেয়ে নিন

আন্দোলনের কর্মীদের মনে চাহিদা থাকে যে, আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনা করা, পরামর্শ নেয়া, কোনো ব্যাপারে কিছু জানা

www.pathagar.com

বা উপদেশ গ্রহণ করা। আপনি প্রাণ খুলে যদি নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ করতে চান, তবে আগে সময় চেয়ে নিন।

কিন্তু আপনি তা না করে বহুদূর থেকে কষ্ট করে আসবেন। দায়িত্বশীলের অফিসে বা বাসায় গেলেন। আপনি দেখলেন তিনি অন্যত্র যাওয়ার জন্য বের হচ্ছেন। আপনার সাথে বসে আলাপ করা সম্ভব হলো না। তাড়াহুড়া করে তিনি চলে গেলেন। অথবা দায়িত্বশীল কোনো প্রোগ্রামে আছেন বা কারও সাথে আলাপ করছেন বা আলাপের পর কোথাও চলে যাচ্ছেন। আপনার সাথে সালাম কালাম বা মিষ্টি হাসির আদান প্রদান হলো ঠিকই কিন্তু আপনি যে প্রয়োজনে আসলেন আপনার সে আলোচনার ঘন্টা খানেক সময় প্রয়োজন ছিলো। তা আপনি পেলেন না। আপনাকে যে সময় দিলেন সে সময়ও আপনি দিতে পারছেন না। আপনাকেও তাড়াতাড়ি চলে যতে হবে। এমতাবস্থায় আপনি যদি মনে করেন এত কষ্ট করে আসলাম টাকা পয়সা খরচ করে এত দূর থেকে আসলাম, এলাকায় দিবারাত্রি কাজ করি, নেতৃবৃন্দ এলাকায় গেলে কত আদর যত্ন করি, জেলে গেলাম, সংঘর্ষে আহত হলাম, রক্ত দিলাম, কত বিপদে আছি আর নেতৃবৃন্দের এই অবস্থা একটু ঘন্টা খানেক কথা শুনারও সময় তাদের নেই। আমাদের নেতৃবৃন্দ অসামাজিক হয়ে গেছেন। এজন্য তো ইসলামী বিপ্লব হচ্ছে না। আরো কত কথা, এলাকায় গিয়ে অন্যান্য ভাইদের সাথেও আলাপ করলেন, দেখা করতে গিয়ে এই পেয়েছি। কোনো ভাই যদি এ মনোভাব পোষণ করেন, তাহলে আপনি নেতৃবৃন্দের প্রতি চরম যুলুম করলেন।

আপনি মনে করুন, আপনি সাক্ষাতের জন্য কষ্ট করে দূর থেকে এসেছেন ঠিকই যখন কোনো দায়িত্বশীলের নিকট গেলেন তখন তিনি হয়তো সফরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তাড়াতাড়ি না গেলে হয়তো ট্রেন বা গাড়ী মিস হবে। হয়তো তিনি প্রোগ্রামে আছেন জটিল কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বা তিনি যার সাথে কথা বলছেন তিনি হয়তো কয়দিন আগেই সময় চেয়ে নিয়েছেন অথবা তার সাথে কথা বলার পর অন্যত্র চলে যাবেন। কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতকার আছে। তাহলে আপনিই বলুন, আপনি দায়িত্বশীলের প্রতি যে যে মনোভাব পোষণ করলেন তা কি ঠিক হলো ? আপনি যদি কোনো সময় এ অবস্থায় পড়েন তাহলে নিজেই ধৈর্যধারণ করে সব বুঝা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

নেতৃবৃন্দের বাসায় সাক্ষাতের জন্য যাওয়ার ব্যাপারে বা টেলিফোন করার ব্যাপারেও সময় অসময় চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন। জরুরী মুহূর্তে যদিও তা মানা সম্ভব নয়। জুমআ বারে নামাযের আগে গিয়ে উপস্থিত হলে, যে কোনো খাবার সময় বা তিনি অসুস্থ মানুষ দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর একটু ঘুমাতে হয় এমন সময় হাজির হলেন বা এমন সময় ফোন করলেন। স্বাভাবিক অবস্থায় এ সমস্ত ব্যাপারে নেতৃবৃন্দের ব্যাপারে সদয় দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে এ সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহ নিজেই শিক্ষা দিয়েছেন। সূরা আন নূরে আল্লাহ বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ج وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ○

"হে ঈমানদারগণ নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য গৃহে প্রবেশ করো না। যতক্ষণ না গৃহবাসীদের সম্মতি না পাবে এবং তাদের সালাম কর। এটাই তোমাদের জন্য ভালো পদ্ধতি, আশা করা যায় তোমরা এ দিকে নজর রাখবে। তারপর যদি সেখানে কাউকে না পাও তাহলে তাতে প্রবেশ করো না। যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, তাহলে ফিরে যাবে, এটাই তোমাদের জন্য শালীন ও পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি এবং যা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ তা খুব ভালভাবেই জানেন।"–সূরা আন নূর ঃ ২৭-২৮

সূরা আল হুজুরাতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَايَعْقِلُوْنَ ○ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"হে নবী যারা তোমাদের গৃহের বাহির থেকে ডাকাডাকি করতে থাকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ। তারা যদি তোমাকে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করতো তাহলে তাদের জন্য ভাল হতো। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"–সূরা আল হুজুরাত ঃ ৪-৫

www.pathagar.com

তাই এ ব্যাপারে তাফহীমুল কুরআনের এ আয়াত গুলোর ব্যাখা ভালোভাবে পড়ে নেয়া প্রয়োজন।

প্রবাসী ভাইদের প্রতি মিষ্টি হাসি

আপনি ইসলামী আন্দোলনের একজন কর্মী বা দায়ীত্বশীল। আপনি বিদেশ থাকেন। দেশ থেকে কোনো নেতৃবৃন্দ বা কর্মী বিদেশ গেলে অনেক আদর যত্ন করেন। আন্দোলনের যে কোনো সংকটে বা প্রয়োজনে উদার হস্তে দান করেন। আপনি যে এলাকায় জন্মগ্রহণ করেছেন, যে এলাকায় আন্দোলনের অগ্রগতির জন্য বিদেশ থেকেও চিন্তা করেন। এলাকার সংগঠনকে তাফসির, হাদীস, ইসলামী সাহিত্য কিনে দেন। অফিসের আসবাবপত্রেরও ব্যবস্থা করে দেন। এলাকার কোনো সংঘর্ষের সংবাদ পেলে ফোন করেন এবং অর্থনৈতিক সাহায্য না পাঠালেও মনে ভালো লাগে না। বিদেশে বসে বসে চিন্তা করেন দেশে কবে ইসলামী সরকার গঠিত হবে ও দেশের মানুষ সুখী হবে।

আপনি কয়েক বছর পর দেশে আসলেন, আপনার মনে কত আনন্দ। দেশে আন্দোলনের সবকিছু দেখবেন, জানবেন, আন্দোলনের ভাইদের কত আদর যত্ন পাবেন কিন্তু আপনি দেশে আসার পর পরিবার পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও বিভিন্ন ব্যক্তিগত কাজ নিয়ে এতই ব্যস্ত হয়ে গেলেন যে, আন্দোলনের ভাইদের সাথে যোগাযোগের কোনো সময় পেলেন না। দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে মনে করে হঠাৎ একদিন কেন্দ্রীয় অফিসে গেলেন, সেখানে কোনো নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা হলো না। বা বিদেশের কাজকর্মের ব্যাপারে যিনি যোগাযোগ করেন বা সেখানে যিনি সফরে যান, তাকেও পেলেন না, কেন্দ্রীয় অফিসে অন্য কেউ আপনাকে বেশী জানেন না, আপনিও বিস্তারিত পরিচয়ও দিলেন না। তাই আপনাকে যেভাবে রিসিভ করা, আদর যত্ন করা বা গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন ছিল তা আপনি পেলেন না। আপনার ব্যস্ততার জন্য দায়িত্বশীলের সাথে ফোন করে সময় নিয়ে যাওয়াও সম্ভব হলো না।

আপনার এলাকায় দেখলেন আপনার পরিচিত পূর্বের কর্মীরা নেই নতুন নতুন কর্মী আপনাকে সবাই চিনেন না। আপনার ব্যস্ততার জন্য এলাকার সংগঠনকে কোনো সময়ও দিতে পারলেন না। এমনি বিদেশ চলে গেলেন। তখন যদি আপনার মনে আসে দেশে গিয়েতো আন্দোলনের কিছু পেলাম না। দেখলাম না, আন্দোলনের ভাইদের নিকট গুরুত্ব পেলাম না, আদর যত্ন পেলাম না। মনে মনে কিছু দুঃখিত। সে দুঃখ আবার মনের মধ্যেই

www.pathagar.com

রইলো প্রকাশও করলেন না। আপনার মনে আন্দোলনের ব্যাপারে আগের মত প্রেরণা নেই।

এভাবে দেশে এসে আন্দোলনের কোনো ভাই যদি মনে দুঃখ পান মনের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার ঘাটতি হয়, দেশ থেকে যাওয়ার পর আগের মত যোগাযোগ না রাখেন তাহলে আপনি চিন্তা করে দেখুন তা কি ঠিক হলো। আপনি দেশে আসার আগে যদি কেন্দ্রকে বা জিলাকে অবহিত করেন। কেন্দ্রে সাক্ষাতের সময় নেন, জেলাকে খেদমতের সুযোগ দেন, তাহলে আপনি এভাবে দুঃখিত হবার সুযোগ পাবেন না। আপনি আপনার মোট ছুটি থেকে দুচারদিন যদি সংগঠনের জন্য রাখেন তাহলে আপনাকে নিয়ে সংগঠন উপকৃত হবে। তাছাড়া আপনি বিদেশ থাকায় আত্মীয় স্বজন ও এলাকাবাসীর আপনার জন্য মহব্বত বেড়ে যায়। আপনার কথায় অনেক প্রভাব হয়। আপনি যদি আল্লাহর দীনের কিছু দাওয়াতী কাজ করে যান তাহলে এলাকার সংগঠন অনেক উপকৃত হবে, আপনিও নিজ আহালের হক আদায় করলেন। যার একটু প্রচেষ্টাও মিষ্টি হাসিতে ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে অনেক প্রশস্ত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

কিছু প্রবাসী ভাইকে পাওয়া যায়, তারা কখন দেশে আসেন, আবার কখন চলে যান, সংগঠন জানতেও পারে না। সংগঠনের দায়িত্বশীল যখন জানতে পারেন, অমুক ভাই এসে চলে গেছেন, তখন আক্ষেপ করতে হয়। তাই দেশে আসার পর সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করে গেলে উভয়ই খুশী হবেন এবং সম্পর্কও বৃদ্ধি হবে। সবাইকে নিয়ে বসে একটু আলোচনা করে গেলে দেশের ভাইরা আপনার নিকট প্রেরণা পাবেন প্রবাসী ভাইদের একটুখানি মিষ্টি হাসি সবার নিকট স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আপনি অন্যের ত্রুটি খুঁজবেন কেন ?

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পরস্পরকে দোষত্রুটি নিয়ে যেখানে সেখানে সমালোচনা করা মারত্মক সংক্রামক ব্যাধি ও কঠিন গোনাহের কাজ। এটা যিনি করবেন এবং মজা করে শুনবেন উভয়ই অপরাধী। তাই ইসলামী শরীয়াত একে হারাম ঘোষণা করেছে। কুরআনে তা মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খাওয়া বলা হয়েছে।

এটা দায়িত্বশীলদের জন্য চরম অপরাধ। আপনি সংগঠনের দায়িত্বশীল, আপনার সংগঠনের কর্মীদের আপনি গড়ে তুলবেন, উৎসাহিত করবেন, ত্রুটি সংশোধন করবেন, আপনার কর্মীর যদি শুধু দোষ দেখেন

www.pathagar.com

আর মনে করেন এদের দ্বারা কোনো কাজ হবে না। দোষ দেখে দেখে এক এক করে সবাইকে বাদ দিয়ে দেন কাজ কর্মে ডাকেন না, তাহলে কিছুদিন পর দেখবেন আপনি একা দাঁড়িয়ে আছেন, আপনার চারিদিকে কেউ নেই। তাই সবাইকে নিয়েই আপনাকে চলতে হবে। সবার সাথে আপনার সম্পর্ক হবে আল্লাহর দীনের জন্য, মহব্বতের জন্য সম্পর্ক। দীনের কাজে যারা জড়িত হয়েছেন, বিভিন্ন কারণে তাঁরা কাজ কেউ বেশী করবেন কেউ কম করবেন, এ ক্ষেত্রে সবার সাথে আপনার সম্পর্ক যদি ঠিক থাকে তাহলে আন্দোলনে আপনার পুঁজি দিন দিন বাড়তেই থাকবে। সংগঠনের পরিবেশ ঠিক থাকলে আন্দোলনে মানবিক যোগ্যতাসম্পন্ন লোক আপনি পাবেন। সবাইকে নিয়ে আপনি চলার চেষ্টা করলে আপনার মূলধনে কোনো ক্ষতি নেই।

তাই দায়িত্বশীল হিসেবে কর্মীদের ত্রুটি নিয়ে যে কোনো সময় কথাবার্তা বলা শোভা পায় না। মানুষ হিসেবে দোষ হবে, দোষ আপনার নিকট ধরা পড়বে, আপনি যদি পদ্ধতিগত ভাবে সমালোচনা না করেন তাহলে আপনার কর্মীকে বহুদূরে ঠেলে দেবেন। তাই সংগঠনের অভ্যন্তরে পদ্ধতিগত সমলোচনা করতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে সংগঠনের পরিবেশ নষ্ট হবে।

এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (স)-এর নীতি সম্পর্কে জনাব খুর্‌রম মুরাদ লিখেছেন, "তিনি সাথীদের দুর্বলতা অনুসন্ধান করে বেড়াতেন না। এ উদ্দেশ্যে তিনি কোনো প্রকার গোয়েন্দা ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠা করেননি। লোকদের দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি তার দৃষ্টিতে না আসুক এবং লোকেরা নিজেরাই সংশোধন করে নিক, এ পদ্ধতিতে তিনি যারপর নেই খুশী হতেন। লোকেরা নিজেদের (দীনী) ভাইদের ব্যাপারে তার নিকট শেকায়েত করবে এটা তিনি নিষেধ করে দিলেন, তিনি বলে দিয়েছিলেন কারো দোষ-ত্রুটি যেন তাকে অবহিত করা না হয়। নিজ সাথীদের ব্যাপারে তিনি কখনো সন্দেহ সংশয়ে নিমজ্জিত হতেন না। যতোক্ষণ না কারো ব্যাপারে কোনো কথা স্পষ্ট প্রকাশ হতো ততোক্ষণ তিনি তার ব্যাপারে সুধারণাই পোষণ করতেন, তাদের পিছনে, কোনো মজলিশে তাদের বদনাম করতেন না।"

অনেক সময় কিছু কর্মী পাওয়া যায় দায়িত্বশীলের ব্যাপারে তাদের মনটা খারাপ। যদি বলেন ভাই কাজ করেন না কেন ? তখন উত্তর আসে কি আর করবো কার অধীনে কাজ করবো, দায়িত্বশীল এ করেছেন, সেই

www.pathagar.com

করেছেন—তিনি দায়িত্বশীল সম্পর্কে এত যে কথাবার্তা বলেন বা ধারণা করেন—অনেক সময় দায়িত্বশীলের নিকট সেই সংবাদটিও আসে না। এভাবে ময়দানে দায়িত্বশীল সম্পর্কে গীবত করে নিজের আমলনামায় গুনাহের পাহাড় জমা করেন। এটি যে গুনাহ হচ্ছে সে জ্ঞান ঐ ভাইয়ের নেই।

এখানে যারা দায়িত্বশীল তারোতো নির্বাচনে দাঁড়িয়ে, ক্যানভাস করে, ভোট কালেকশন করে দায়িত্বশীল হন নাই। তা কেউ করলে তো তার সদস্য পদই বাতিল হয়ে যাবে। তাছাড়া এখানে এত বড় দায়িত্ব কেউ ইচ্ছে করে নিতেই চান না, তাহলে দায়িত্বশীল সম্পর্কে আপনার এত ক্ষোভ কেন ? সত্যিই যদি আপনি দায়িত্বশীলের দোষ দেখেন তাহলে সময় চেয়ে নিন, আলোচনা করুন। নিজের ধারণা পরিষ্কার করে বলুন। দোষ করলে দায়িত্বশীল নিশ্চয়ই সংশোধন হবেন। যেখানে সেখানে আলাপ করে পাপের ভাগী হবেন কেন ?

সংখ্যায় কম হলেও কিছু এলাকায় কিছু প্রক্তন ছাত্র পাওয়া যায়। এক সময় দিনরাত কাজ করেছেন, অভিজ্ঞতা আছে। কথাবার্তা বলার যোগ্যতা আছে। পরামর্শ দেয়ারও জ্ঞান আছে কিন্তু বর্তমানে কাজ নেই। নিজের দুর্বলতা ঢাকার জন্য অন্যের দোষ-ত্রুটি দেখান কিন্তু সংগঠনতো আশা করেছিল তিনি ছাত্রজীবন শেষে সংগঠনের পদ্ধতিগত দিকে অগ্রসর হয়ে দায়িত্ব আঞ্জাম দিবেন। কিন্তু চেষ্টা করেও তাকে অগ্রসর করা গেল না। সজাগ অবস্থায় ঘুমের ভান করলে কিন্তু ঘুম থেকে ডেকে তোলা যায় না। তাই এ পর্যায়ের ভাইয়েরা নিজেদের কল্যাণের জন্যই অগ্রসর হতে হবে। দায়িত্বশীলদের পরামর্শ মত কাজ করুন নতুবা পরবর্তী সারা জীবন আক্ষেপ করেই কাটাতে হবে।

অনেক সময় ময়দানে আরো কিছু ভাই পাওয়া যায়, যারা কথাবার্তায় বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেন। কবে ইসলামী বিপ্লব হবে ? এত বছর সংগঠন কি করছে ? নির্বাচনে এত কম ভোট কেন ? অমুক নেতা কেন পাশ করলেন না ? পৃথিবীর এ দেশে সেই দেশে ইসলামী আন্দোলনের কেন এ অবস্থা। কোনো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জয় লাভ না করলে তিনি ভেঙ্গে পড়েন। কোনো স্থানে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রগতি না দেখলে তিনি নিরাশ হয়ে যান। কোন্ নেতা কি করলেন কি করা প্রয়োজন ছিল, তার দ্বারা কি ক্ষতি হলো, এ সমস্ত চিন্তায় তিনি সব সময় ব্যস্ত। তাকে যদি জিজ্ঞেস করেন ভাই, আপনি যে এলাকায় থাকেন

www.pathagar.com

সেখানে দুই একজন কর্মী তৈরী করেছেন ? আপনি নিজে কি সাংগঠনিক কাজ করেন। দুই চারজনকে কি বই পত্র পড়ান ? আপনি নিজে কি পড়াশুনা করেন ? তাহলে দেখবেন তিনি এ সামান্য কাজে নেই। সারা বিশ্বের ইসলামী বিপ্লবের চিন্তায় তর্ক-বিতর্কে গল্প গুজবে আশা নিরাশার ভাবাবেগে তার রাত চলে যায়। এভাবে অন্যের চিন্তায় এতই ব্যস্ত যে নিজে কাজ করার সময় নেই। অন্যের সামান্য ত্রুটিকে তিনি বিরাটভাবে দেখেন কিন্তু নিজের পাহাড় পরিমাণ ত্রুটি তার নজরে পড়ে না। যেখানে সংগঠন শক্তিশালী নয়, সেখানে এ ধরনের লোক দ্বারা সংগঠনের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়। তাদেরকে সংগঠনে রাখাও সমস্যা বাদ দেয়াও মুশকিল। এ সমস্ত ভাইয়েরা নিজেদের কল্যাণের জন্য সংগঠনের পদ্ধতিগত দিকে অগ্রসর হতে হবে।

সংগঠনের মেসগুলোকে রক্ষা করুন

আপনি ইসলামী আন্দোলনের কর্মী বা দায়িত্বশীল, আপনি মেসে থাকেন। খাওয়া দাওয়ার সময় কিছু ভাই এসে উপস্থিত। এখনতো সমস্যায় পড়ে গেছেন। দায়িত্বশীলের জন্যতো খুবই সমস্যা। প্রাণপ্রিয় ভাইদেরকে রেখে নিজে খাবেন কিভাবে। আবার মেহমানদারী করলে অন্য ভাই এসে নিজের খাবার পাবেন না। দু একদিন হয়তো দু একজনের কষ্ট হলো কিন্তু প্রায় দিনই এ অবস্থা। ক্রমান্বয়ে মেহমানদের প্রতি বিরক্ত ভাবকে আটকিয়ে রাখা যায় না। অবশেষে মেহমানদারীর অনুভূতিই নষ্ট হয়ে যায়।

আপনি বাহির থেকে পেরেশানী হয়ে এসেছেন, খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম নিয়ে আবার বাহিরে যেতে হবে, প্রোগ্রাম আছে, এসে দেখেন খাবার নেই, রেষ্ট নিবেন দেখেন অন্য প্রিয় ভাই ঘুমিয়ে আছেন আপনার খাওয়াও হলো না রেষ্ট হলো না আপনি মেসে রাতে ঘুমানোর সময় এসেছেন দেখেন মেহমান উপস্থিত। মেহমানকে সিট দিয়ে হয়তো নিজে ফ্লোরে ঘুমিয়েছেন। মেহমানতো মনে করেন তিনি বহুদিন পর এসেছেন, আদর যত্ন করবেন না কেন ? তিনিতো আর সবসময় আসেন না। কিন্তু আপনাকে যে সবসমই এভাবে কষ্ট করতে হয় মেহমানের নিকট তো সে সংবাদ নেই।

পড়াশুনায় বসেছেন, অন্য এক ভাই এসে টেবিলের সামনে হাজির। আপনি যদি পড়াশুনা করতে থাকেন, ঐ ভাই মনে করবেন কি হলো ? আমাদের ভাইয়েরা সামাজিক নয়। এতদিন পর আসলাম কোনো আদর

www.pathagar.com

যত্ন নেই। তিনি পড়তেই আছেন, কিন্তু সামাজিকতা করতে করতে আপনার যে পড়াশুনায় বারটা বাজে সেই ভাইয়ের নিকটতো এ সংবাদ নেই।

বাহির থেকে এসেছেন লুঙ্গি পরবেন দেখেন লুঙ্গি নেই। পঙ্গটাও নেই। অন্য মেহমান ভাইয়ের দখলে, কিছু বললে আবার ভাই মনে করবেন মেসের ভাইদের মেজাজ খারাপ, মেহমানদারীর প্রতি এত অনিহা সংগঠন কি এভাবে চলে ?

যে রুমে টেলিফোন থাকে তাদের তো চব্বিশ ঘন্টা ডিউটি রাত এগারটা, বারটা, একটা, দুটা, ফজরের আগে ও পরে বিদেশ থেকে আবার রাত তিনটায় ফোন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম উত্তর আসে অমুক ভাই আছেন ? অমুক সংবাদটি অমুক বাসায় পৌছাবেন ইত্যাদি।

এভাবে আমাদের মেসগুলোতে মেহমানদারী লোপ পায়। মেহমান দেখলে মুখে মিষ্টি হাসি আসে না, খাওয়া দাওয়া, পড়াশুনা ঘুম সব ব্যাপারেই সমস্যা। সম্মানিত মেহমানগণ মেসের অধিবাসীদের প্রতি যদি একটু দয়া করেন, তাহলে মেসের সমস্যা আর থাকবে না।

মেহমানদের প্রতি মিষ্টি হাসি

আপনি মেহমান, আপনার ব্যাপারে কিছু কথা বলতে হচ্ছে। মাইণ্ড করবেন না। আপনি কয়জন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে হঠাৎ খাওয়ার সময় শ্বশুরবাড়ী উপস্থিত। আপনার শাশুড়ীরতো খুশীর শেষ নেই। কিন্তু আপনার শাশুড়ীকেতো আপনি অসুবিধায় ফেলে দিলেন। এখন মেহমানদেরকে খাওয়াবেন কিভাবে। আপনার মত মেহমানকে খাওয়াতে হলে তো বেশ কিছু আয়োজন করতে হয়। সাথে আবার মেহমান। সময়ের অভাবে ভালো কিছু তৈরী করা গেল না। যা আছে তাই দেয়া হলো বা অল্প সময়ে সামান্য কিছু তৈরী হলো, আপনি বন্ধুদের নিকট লজ্জা পেলেন, আপনার শ্বশুরবাড়ী এসে এ খাবার, এ আদর যত্ন, আপনার শাশুড়ীও লজ্জিত হলেন। ভালো খাবার তৈরী করা গেল না। বাড়ীতে এসে স্ত্রীর সাথে আলাপ করে তাকেও লজ্জা দিলেন। এ জন্য শ্বশুরবাড়ী খাবার ২/৩ ঘন্টা আগে যাবেন। নতুবা ভদ্রলোকের মতো আচরণ করাই ভালো। মনটাও খারাপ করবেন না, বাড়ীতে এসে স্ত্রীকেও লজ্জা দিবেন না।

আপনি নতুন বিয়ে করেছেন, স্ত্রীকে নিয়ে বেড়ানো প্রয়োজন, ইনফরমেশন ছাড়া হঠাৎ কোনো নেত্রীর বাসায় চলে গেলেন। তিনি হয়তো কোনো প্রোগ্রামে যাবেন তখন তো আপনি মহিলা দায়িত্বশীল বা কোনো বোনকে অসুবিধায় ফেলে দিলেন, নতুন মেহমানকে মেহমানদারীর

www.pathagar.com

সময় নেই। আবার মেহমানদারী করবেন নাইবা কিভাবে যদি আপনার স্ত্রীকে আদর যত্ন না করেন তাহলে আপনার স্ত্রী হয়তো মনে করবেন, আন্দোলনের মহিলা বোধহয় এমনই। সামাজিক নয়। মেহমানদের প্রতি অনিহা এজন্য আপনি সংবাদ দিয়ে যাবেন তা হলে আপনার স্ত্রীও আদর যত্ন পেয়ে মুগ্ধ হবেন। বলবেন সংগঠনের বোনদের কত ভালোবাসা, কত মহব্বত।

আমাকে একবার একজন দায়িত্বশীল বললেন, আগে মেহমান পেলে সাথে নিয়ে বাসায় খাওয়া দাওয়া করে আসতাম। যা আছে তা দিয়ে আপ্যায়ণ। পরে দেখি খাওয়া দাওয়া নিয়েও সমালোচানা হয়। তাই এখন কোনো মেহমানকে বাসায় নিতে সাহস হয় না। প্রয়োজনে হোটেলেই কাজ সেরে নেই। আসলে যে সমস্তভাইদের মেহমানদারীর অভ্যাস নেই বা যাদের বাসায় মেহমানের যাওয়া আসা নেই তাঁরা যখন মেহমান হন তখন তাঁরা বাস্তব ব্যাপারটা বুঝতে পারেন না। সমালোচনা করেন, শুকরিয়া আদায় করতে পারেন না। তাঁদের বাসা-বাড়ীতে মেহমানদের আনাগোনা বেশী হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

সাংগঠনিক কাজে যখন কোনো মেহমান দূর থেকে সফর করে আসেন, তার আসার আগেই একটু এরেইঞ্জমেন্ট রাখা প্রয়োজন। প্রথমেই একটু লেবুর সরবত, ডাবের পানি বা চা বিস্কুট দিতে পারেন। একটু বিশ্রাম ও বাথরুমের ব্যবস্থা থাকতে হবে। কোথাও দেখা যায় মেহমান গেলেন বাজারে বা অফিসে বসার ব্যবস্থা করেছেন। একটু পরেই প্রোগ্রাম। কিন্তু একটু বিশ্রামের ব্যবস্থা কোথাও নেই। বাথ রুমের অসুবিধা আর খাওয়া দাওয়ার জন্যতো হোটেলই আছে। মেহমান বয়স্ক হলে তো তাকে বিপদে ফেলে দিলেন। সব মেহমান হয়তো কিছু বলবেন না কিন্তু মনে মনে উপলব্ধি করবেন সংগঠনের ভাইদেরকে মেহমানদারী করার পদ্ধতি শিখানো হলো না। মেহমান গেলে একটি বাসা বাড়ীতের ব্যবস্থা নেন। মেহমানদারী ভালোভাবে করুন। এটাও একাট প্রশিক্ষণ এবং অনেক সওয়াবের কাজ।

ঊর্ধতন দায়িত্বশীল সফরে গেলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলই রিসিভ করবেন এবং বিদায় দেবেন । এটা না করে এ কাজের দায়িত্ব আপনি কর্মীদেরকে দিয়ে দিলেন এবং আপনি অন্য কাজে ব্যস্ত, তাহলে তা কি ঠিক হলো। দায়িত্বশীলের কাজ দায়িত্বশীল করবেন। কর্মীদের কাজ কর্মীরা করবে। কর্মীদেরকে কাজকর্ম ভাগ করে দিন। কর্মীদেরকে ভাগ করে কাজ না দিলে

www.pathagar.com

তাঁরা কাজ শিখবে কিভাবে। সবার কাজের খোঁজ খবর নিন এবং নিজে উর্ধতন দায়িত্বশীলের সাথে থাকুন, তাহলে আপনি নির্জেও অনেক কিছু শিখতে পারবেন।

সাংগঠনিক প্রোগ্রামে দৃষ্টি আকর্ষণ

আপনি সাংগঠনিক কোনো প্রোগ্রামে যোগদান করেছেন। সাথে নোটবুকও নেই। কলমও নেই। তাহলে আপনি করবেন কি ? মনের মধ্যে কি সব লিখে রাখবেন ? যা শুনলেন কিছুক্ষণ পর তার অনেক কিছুই ভুলে যাবেন। তাই প্রোগ্রামে গেলে নোট বুক ও কলম সাথে রাখুন। গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো লিখে রাখুন সবসময় তা কাজে লাগবে।

কয়দিনের প্রোগ্রামে একত্রে আছেন, বাথরুমে বা অজু করতে যাবেন, দেখেন আপনার পঙ্গটি নেই। অন্য ভাই নিয়ে গেছেন হয়তো তিনি মনে করেছেন পঙ্গটি তো পড়ে আছে একটু সময়ের জন্য নিয়ে নেই, তারতো সওয়াব হবে। পঙ্গের মালিক সময় মত তা পেলেন না, হঠাৎ তাকে আপনি অসুবিধায় ফেলে দিলেন এ সমস্ত সামান্য ব্যাপারেও অন্য ভাইয়ের অসুবিধা করবেন না।

ঘুমের সময় আপনি ঘুমিয়েছেন। অন্য ভাই নিকটে বসে আরেকজনের সাথে কথা বলছেন আপনার ঘুম আর আসছে না, ঘুমের অসুবিধা হয়ে গেল। এতটুকু কমনসেন্স যদি ঐ ভাইর না থাকে তাহলে তো তা দুর্ভাগ্য।

সবাই ঘুমে, অন্য ভাই হঠাৎ লাইট জ্বালিয়ে দিলেন অনেকের ঘুমের অসুবিধা হলো। লাইট জ্বালানোর আগে আপনার বিবেক আপনাকে একটুও বাধা দিলো না কেন ?

খেতে বসেছেন, বন্টনে হয়তো মাছের টুকরা বা গোশ্ত আপনার পছন্দ মতো হলো না, মনটা একটু কেমন কেমন করে। পরে সমালোচনা আরম্ভ করে দিলেন। এমন অধৈর্য হলে তো আপনার দ্বারা পরিবেশ নষ্ট হবে।

প্রোগ্রামের সময় হয়ে গেছে, ঘোষণা বার বার দেয়া হচ্ছে তবুও আপনি অন্য কাজে ব্যস্ত। অন্য কাজের জন্যতো এখানে আসেন নাই। আসল প্রোগ্রামের পর অন্য কাজ করুন। আপনার নিকট প্রোগ্রাম সিট আছে, ঘড়িও আছে, তাহলে বারবার ঘোষণার কি প্রয়োজন আছে ? আপনি এতো দুর্বলতা দেখাবেন কেন ?

www.pathagar.com

প্রোগ্রামের সমাপ্তি অধিবেশন বা দোয়ার আগেই আপনি ছুটি চাচ্ছেন, কেন ছুটি চাবেন ? প্রোগ্রামে আসার আগেই সব ম্যানেইজ করে আসা প্রয়োজন ছিল। তা করলেন না কেন ?

দায়িত্বশীল বৈঠকে আসলেন রিপোর্ট নেই, নেসাবও নেই। তাহলে আপনি কেমন দায়িত্বশীল ? প্রশ্ন করলে উত্তর দিলেন, নিম্ন সংগঠন থেকে আসে নাই। এ ধরনের উত্তর তো আপনার নিজের দুর্বলতার জন্য যথেষ্ট। আপনার অধীনে এত দুর্বল সংগঠন কেন ? তা দূর করার জন্য কি করেছেন ? চিন্তা করে দেখুন আসল দুর্বলতা আপনারই।

আপনি দায়িত্বশীল বৈঠকে আপনিও নেই, আপনার কোনো প্রতিনিধিও নেই। এ কেমন দায়িত্বশীল। নিজের অসুবিধার জন্য সংগঠনের ক্ষতি হবে কেন ?

উর্ধতন রিপোর্ট যথাসময়ে পাঠান নাই। আপনার রিপোর্টের কারণে দায়িত্বশীল পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরী করতে পারলেন না। চিন্তা করে দেখুন আপনার কারণে কত অসুবিধা হলো। এভাবে কি সংগঠন চলে ?

আপনার এলাকায় কালেকশনের জন্য একটি কোটা দেয়া হয়েছে। কিন্তু আপনার উদ্যোগী ভূমিকা না থাকার কারণে তা হলো না। আপনি কেন উদ্যোগ নেন নাই. আপনি সংগঠনের এ ক্ষতি কিভাবে পূরণ করবেন।

আপনার এলাকায় সফর প্রোগ্রাম দেয়া হলো। মেহমান আসবেন কিন্তু আপনি পূর্ব থেকে কোনো প্রস্তুতি নিলেন না। এতে আপনার এলাকার সংগঠন অগ্রসর হলো না। মেহমানেরও সময় নষ্ট হলো। দায়িত্বশীল হিসেবে এ ধরনের দুর্বলতা থাকবে কেন ?

অনেক সময় দেখা যায় কোনো প্রোগ্রামে বিভিন্ন দায়িত্বশীলগণ দায়িত্ব সঠিকভাবেই পালন করেন কিন্তু প্রোগ্রাম শেষে অনেকে চলে গেছেন। নিজ নিজ বিভাগের কাজ গুছানো হলো না। তাহলে বাকী কাজগুলো কে করবে ? দায়িত্বশীলকে চিন্তায় ফেলে দিলেন।

সংগঠন থেকে কোনো দিবস বা প্রোগ্রাম ঘোষণা করা হয়েছে। আপনি দায়িত্বশীল, এর কোনো গুরুত্ব না দিয়ে এমনি বসে থাকলেন্ন। অন্যদেরকে নিয়ে পরামর্শও করলেন না। নিজে মনে মনে বাদ দিয়ে দিলেন। প্রোগ্রাম হলো না। এতে আপনি সংগঠনের ক্ষতি করলেন। এ ব্যাপারে কোনো কিছু আপনার এলাকার জনগণ জানতে পারলো না। এর

www.pathagar.com

পক্ষে আপনার এলাকার জনমত গঠন হবে না। তাই সংগঠন থেকে প্রোগ্রাম আসলে নিজে উদ্যোগ নিয়ে সবাইকে নিয়ে প্রোগ্রাম করুন। দেখবেন সংগঠন অগ্রসর হবে। রাজনৈতিক প্রোগ্রাম হলে বাজারে একটি মাইক বেঁধে গরম একটা বক্তৃতা দেন, দেখবেন কয়েকশত মানুষ জড় হয়ে গেছে। আপনার প্রোগ্রাম সফল।

উলামাদের প্রতি ব্যবহার

আপনি যে এলাকায় আছেন, সেখানে উলামায়ে কেরামদেরকে আপনি বেশী সম্মান করুন। আপনি ইসলামী আন্দোলনের কর্মী, আপনার নিকট থেকে সবচেয়ে বেশী সম্মান ও শ্রদ্ধা আলেমগণের পাওয়া প্রয়োজন। আপনার এলাকার আলেমদের যদি আপনি সমালোচনা করেন, তাহলে আপনার কারণে একটি দীনি আন্দোলনের প্রতি আলেমদের মন খারাপ হয়ে যেতে পারে, সম্মানিত আলেমদের নিকট আপনি ব্যক্তিগতভাবে দীনি আন্দোলনের কথা তুলে ধরুন। নামায যেমন ফরয তেমনি ইকামাতে দীনের কাজ অর্থাৎ ইসলামী সরকার গঠনের কাজও যে ফরয তা আলোচনা করুন এবং আপনি যে আল্লাহর রাসূল (স)-এর তরিকায় কাজ করছেন তাও তুলে ধরুন। তাঁদের মনে রাগ আসে, সম্পর্ক খারাপ হয় এমন কোনো কথা বলবেন না এবং আচরণও করবেন না, আপনার এলাকার মসজিদ মাদ্রাসার উন্নয়নের জন্য কাজ করুন, মসজিদে জামায়াতে নামাযের মুসল্লি বাড়ানোর চেষ্টা করুন। স্কুল কলেজে শিক্ষিত কোনো কর্মী কখনো আলেমদের সাথে তর্ক বিতর্ক বা কথা কাটাকাটি করা ঠিক নয়। আপনি উলামাদের দোয়া নিন। মিষ্টি হাসি সহকারে ব্যবহার করুন। তাতেই আন্দোলনের কল্যাণ হবে। আর কোনো আলেম যদি ইসলামী আন্দোলনকে ভাল না পান, তাহলে তাঁর পরিবারে আন্দোলনের কোনো কর্মীর বিয়ে সাদীর ব্যবস্থা করে দেবেন তাহলে অতি নিকটে থেকে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর আচার আচরণে তিনি মুগ্ধ হয়ে এমনি আন্দোলন সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারবেন।

আপনি ইসলামী আন্দোলনের কর্মী। আপনার পরিবারে বা আপনার প্রতিবেশী যে সমস্ত আলেম আছেন, তাঁরা যদি দেখেন আপনি ঠিকমত জামায়াতে নামায পড়েন না, ইসলামী আদব অনুসারে নিজে চলেন না, বা আপনার আব্বা বা বড় ভাই যদি অন্য ইসলামী সংগঠনে কাজ করেন, তারা যখন দেখেন ফজরের নামাযের সময় আপনাকে অনেক ডেকে তুলতে হয়, তাহলে আপনি যে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী সত্যিকার

www.pathagar.com

ইসলামের কাজ করেন, এ ধারণা তাঁদের মনে কিভাবে সৃষ্টি হবে। আপনি কোনো দিন তাঁদেরকে আন্দোলনে প্রভাবিত করতে পারবেন না।

আপনার এলাকার উলামায়ে কেরাম যখন দেখেন আপনি নামায পড়ার সময় আপনার মাথায় টুপি নেই, আপনি মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেছেন কিন্তু ইসলামী আন্দোলনে এসে এখন পেন্ট শার্ট পরেন, মসজিদে নামায আরম্ভ হলে আপনি তাড়াহুড়া করে অজু করে জামায়াতে শরীক হন আবার তাড়াতাড়ি করে সবার আগে বের হবার চেষ্টা করেন, আপনি তাদের সাথে আলাপ আলোচনার সময় সুন্নাত নফল কাজের কোনো দামই দেন না, শুধু রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা আরম্ভ করে দেন এবং অন্যান্য মানুষের সামনে বুঝাতে চান যে এটা সম্পর্কে আলেমদের কোনো জ্ঞানই নেই, তাহলে আপনি বলুন, আপনার এ ধরনের আচরণে উলামায়ে কেরাম আপনার মাধ্যমে কি আন্দোলনের সঠিক কাজ বুঝতে পারবেন ? আপনার আচরণের কারণে তারা অনেক সময় আন্দোলনের বিরোধী মনোভাব পোষণ করে থাকেন। কোনো আলেমের সাথে কোনো সময় জনগণের সামনে পক্ষ বিপক্ষ ধরে তর্ক করা ঠিক হবে না বা বহস করা ঠিক নয়। এ ব্যাপারে নিম্ন হাদীস আমল করা প্রয়োজন। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, "রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও বিতর্কে অবতীর্ণ না হয় আমি তার জন্য জান্নাতের সাধারণ কক্ষসমূহের একটির দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। আর যে ব্যক্তি হাসি তামাসাচ্ছলে মিথ্যা বলে না, আমি তার জন্য জান্নাতের মধ্যস্তরের একটি কক্ষের দায়িত্ব নিলাম। আর যে ব্যক্তি স্বীয় চরিত্র সুন্দর ও উত্তমরূপে গঠন করেছে আমি তার জন্য জান্নাতের উঁচুস্তরের একটি কক্ষের জিম্মা গ্রহণ করলাম।"–আবু দাউদ

আসলে কর্মীদের আচার আচরণের কারণেই অনেক সময় ময়দানে কিছু আলেমদের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়। আপনি আলেম হলে তাদের সাথে আরো ভালো আচরণ করুন। আলেমদের সম্মান করুন, উপহার দিন। আলেমদের প্রতি আপনার মিষ্টি হাসি পূর্ণ ব্যবহার ইসলামী আন্দোলনের ময়দানকে অনেক প্রশস্ত করে দিবে।

সম্মানিত ইমামদের ব্যাপারে অনুরোধ

আপনি ইসলামী আন্দোলনের কর্মী, আপনি কোনো মসজিদে ইমামতি করেন, সেখানে মসজিদ কমিটি ও মুসল্লিদের মধ্যে বিভিন্ন দলের লোক

www.pathagar.com

আছেন। আমাদের সমাজে এখনও ইসলামের সঠিক ধারণা সবার মধ্যে সৃষ্টি হয়নি। সেখানে কিছুদিন পর যদি আপনার ইমামতি চলে যায় তাহলে সেজন্য আপনি নিজে দায়ী, আপনি মসজিদে আল্লাহ, রাসূল, আখেরাত, জান্নাত, জাহান্নাম, নামায, রোযা, ছেলেমেয়েদেরকে আদব কায়দা শিক্ষা দেয়া, পিতা-মাতা, ছেলেমেয়ে, স্বামী-স্ত্রীর হক, পারিবারিক সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদির ব্যাপারে বক্তব্য রাখার আগে যদি রাজনীতি অর্থনীতি, নিয়ে বক্তব্য আরম্ভ করে দেন তবে আপনার দ্বারা ইসলামী আন্দোলনের ময়দান তৈরী হবে না। প্রথমেই আপনি মিষ্টি হাসি দিয়ে সবার সাথে মহব্বতের সম্পর্ক সৃষ্টি করুন। মুসল্লিদের ছেলেমেয়েদের সুন্দরভাবে কুরআন পড়ার ব্যবস্থা নিন। জুমআর দিন ইসলামের মৌলিক বিষয়ের আলোচনা পেশ করুন। নামাযের জামায়াত বড় করার চেষ্টা করুন। মসজিদ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও উন্নয়নের চেষ্টা নিন। মসজিদে সুন্দর ও সহজভাবে বক্তব্য পেশ করার জন্য নিজে সর্বদা প্রস্তুতি নিন। হেকমতের সাথে কাজ করলে আপনার মসজিদকেই আপনি ইসলামী আন্দোলনের দূর্গে পরিণত করতে পারবেন। মসজিদের মধ্যে দেখা যায় কিছু লোক সবসময় বেশী কথা বলেন, এ ধরনের লোকের সাথে মহব্বতের সম্পর্ক সৃষ্টি করুন। যোগ্যতা সম্পন্ন লোকের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করুন। মানুষকে দীনের কাজে উৎসাহিত করুন। মুসল্লিদের ছেলেমেয়েদের কল্যাণে কাজ করুন। কিছুদিন পর দেখবেন আপনি এ মসজিদ থেকে চলে যেতে চাইলে দলমত নির্বিশেষে সবাই আপনাকে মসজিদ থেকে যেতে দেবে না।

দায়িত্বশীলের পরামর্শ মত অগ্রসর হন

আন্দোলনে অনেক সময় দেখা যায় কিছু মানুষ মনে করেন, উনারা বেশী বুঝেন। আপনি হয়তো উচ্চ শিক্ষিত, আপনি অনেক সম্পদের মালিক, আপনি সমাজে অনেক প্রভাব রাখেন তাই বলে আপনি যদি মনে করেন, আমি আমার এলাকার সংগঠনের দায়িত্বশীল থেকে বেশী বুঝি, দায়িত্বশীলের আনুগত্য করতে আপনার মনে চায় না, তাঁর অধীনে কাজ করা আপনার শরম হয়, তাহলে আপনি আল্লাহর দীনের কাজে কোনো অগ্রসর হতে পারবেন না। আপনার কাজে বরকত হবে না, আপনি আল্লাহর রহমত পাবেন না। আপনার মনে এ ভাবটা আসাই আপনার অযোগ্যতার পরিচয় মনে করতে হবে। আপনার এলাকায় যিনি দায়িত্বশীল সাংগঠনিক কাজে তিনি সবার চেয়ে যোগ্যবলেই তাঁকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তাই আপনাকে দায়িত্বশীলকে মেনে চলতে হবে। দায়িত্বশীলের

www.pathagar.com

পরামর্শ মত নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। হ্যাঁ, আপনি যদি মনে করেন, কোনো বিশেষ ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা আছে, কোনো ব্যাপারে আপনি যোগ্যতার অধিকারী তাহলে দায়িত্বশীলের সাথে আলাপ করুন, পরামর্শ দিন। আল্লাহ আপনাকে যে যোগ্যতা, সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তি দিয়েছেন, আপনি সাংগঠনিক পদ্ধতি অনুসারে অগ্রসর হয়ে তা কাজে লাগান ইসলামী আন্দোলন আপনার মত যোগ্য লোকের নেতৃত্বের অপেক্ষায় আছে। তাই সংগঠন শৃংখলামত চললে সবার যোগ্যতাই কাজে লাগে। আর সংগঠনে শৃংখলা ও আনুগত্য না থাকলে অনেক যোগ্যতা সম্পন্ন লোকও কোনো কিছু করতে পারেন না। সংগঠনের শৃংখলার গুরুত্বের কারণেই আল্লাহর রাসূল (স) বলেছেন, "তোমরা শ্রবণ কর ও আনুগত্য কর, যদিও তোমাদের ওপর হাবসী গোলামকেও কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তার মাথা আংগুরের মত (ছোট) হয়। সহজ অবস্থায় ও কঠিন অবস্থায় এবং সন্তুষ্টিতে ও অসন্তুষ্টিতে এবং তোমার অধিকার নস্যাত হওয়ার ক্ষেত্রেও শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা তোমার কর্তব্য।"–সহীহ মুসলিম

তাই কুরআন ও হাদীসে আনুগত্যের ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ বলেছেন, "সংগঠনের শৃংখলার মূল উপাদান হচ্ছে আনুগত্য, যে সংগঠনের আনুগত্য নেই, সে সংগঠনে শৃংখলা নেই, আর শৃংখলা যদি না থাকে, তাহলে সংগঠনের বহু লোকের ভিড় জমলেও এর কোনো মূল্য হয় না।"–ইসলামী সংগঠন বই

দাওয়াতী কাজে মিষ্টি হাসি

ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াতী কাজে আচার-আচরণের গুরুত্ব অনেক বেশী। সফলতার জন্য চাই মুখে মিষ্টি হাসি। আপনি প্রথম সাক্ষাতে যদি মিষ্টি হাসি দিতে পারেন, তাহলে আলাপ আলোচনায় অনেক আনন্দ পাবেন। তর্ক-বিতর্ক, মনোমালিন্যের কোনো পরিবেশ সৃষ্টি হবে না। আপনি দাওয়াতী কাজে গেলে দেখবেন কিছু লোক ইসলামী আন্দোলন ভাল না পেলেও আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে ভাল পান। তার একমাত্র কারণ হলো আপনার মুখের মিষ্টি হাসি এবং আকর্ষণীয় আচার আচরণে এ সমস্ত লোক আন্দোলনে না আসলেও তাদের নিকট সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া যায়। তাই আন্দোলনের কর্মী হিসেবে এমন উত্তম আচরণের অধিকারী হতে হবে যে, বিরুদ্ধবাদীরাও আপনার সামনে আসলে দুর্বল হয়ে যায়।

www.pathagar.com

আপনি যদি কোথাও চাকুরী করেন, ব্যবসা করেন, বা অন্য কোনো পেশায় আপনি জড়িত থাকেন না কেন ? আপনার মুখের মিষ্টি হাসি দ্বারা আপনি সবাইকে আপন করে নিতে পারেন। আপনি যদি বদমেজাজী বা খিটখিটে মেজাজের অধিকারী হন, আপনার ধৈর্য শক্তি যদি না থাকে, সামান্য কথায় যদি আপনার রাগ এসে যায়, আপনার সহকর্মীরা যদি আপনাকে একগুয়েমী লোক মনে করে, যদি সবার সাথে মিলেমিশে চলতে না পারেন, তাহলে আপনার পরিবেশে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত সঠিকভাবে পৌছানো সম্ভব হবে না। ইসলামী আন্দোলনের কর্মী যে যেখানে থাকুন না কেন, সেখানেই সঠিকভাবে আল্লাহর দীনের দাওয়াত পৌছাতে হবে ও আন্দোলনের জন্য কিছু লোক তৈরী করতে হবে। আপনার পক্ষে এ কাজ করা তখনই সহজ হবে যখন আপনি আপনার পরিবেশে একজন সৎ ও ভাল মানুষ হিসেবে গৃহিত হবেন। আল্লাহর দীনের দাওয়াত পৌছানোর ব্যাপারে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) বলেছেন, "আপনার ভাষা হবে মিষ্টি, চরিত্র হবে নিষ্কলুষ, ব্যবহার হবে ভদ্রোচিত, মন্দের জবাব দিবেন ভালোর মাধ্যমে, সত্যি সত্যি যে আপনি মন্দের স্থানে ভালো প্রতিষ্ঠিত করতে চান, একথা শুধু মুখে নয়, কাজে ও প্রকাশভংগি দ্বারা প্রমাণ করতে হবে। এরপর বিশ্বাস করুন, আল্লাহর রহমত আপনার সহযোগী হবে এবং যতটা কাজ আপনি নিজে করবেন তার চাইতে অনেক বেশী কাজ আল্লাহর ফেরেশতাগণ আপনার সহযোগী হয়ে সম্পন্ন করবেন।"

আন্দোলনে অনেক সময় কিছু ভাইকে পাওয়া যায় যারা বলেন, আমার কাজ করার সময় নেই। বা আমার এত সমস্যা ও ব্যস্ততা যে, আমার তো কাজ করার কোনো সুযোগই নেই। আসলে এর কোনোটাই কাজ করার জন্য বাধা নয়। আসল বাধা হলো কাজ করার জন্য নিজের মনটাকে প্রস্তুত না করা এবং কাজটা যে কি করতে হবে, তার পদ্ধতি কি, সে সম্পর্কে ধারণা না থাকা, ইসলামী আন্দোলনের কাজে যদি আপনার দায়িত্বানুভূতি থাকে, মনে থাকে কাজ করার আগ্রহ এবং কাজের পদ্ধতি জানেন তাহলে যে কোনো অবস্থা বা পরিবেশের মধ্যে আপনি কাজ করতে পারবেন। ইসলামী আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো নিজকে গড়ে তোলা। আপনি এজন্য কুরআনের তাফসীর, হাদীস, ইসলামী সাহিত্য পড়াশুনা করুন। এজন্য যে কোনো একটা সময় বের করতে পারেন। আপনি যে কাজেই ব্যস্ত থাকুন না কেন, আপনার সাথে যদি বই থাকে একটু অবসর পেলেই আপনি যদি পড়ার চেষ্টা করেন, তাহলে

www.pathagar.com

দেখবেন একমাসে বেশ পড়াশুনা হয়ে গেছে। আপনার নিকট যদি কয়েকটি বই থাকে তা যদি আপনার আশেপাশে সবাইকে পড়াশুনা করানোর চেষ্টা করেন, তাহলে অতি সহজেই আপনি অনেকের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছাতে পারবেন। এ কাজটা খুব সামান্য মনে হতে পারে কিন্তু মোটেই তা সামান্য নয়। আপনার মত সবস্থানে সবাই এ কাজটা করলে হিসেব করে দেখবেন সারা দেশে লক্ষ লক্ষ লোক ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা করছেন। এভাবেই যোগ্যতাসম্পন্ন লোক দাওয়াত পাবে। ইসলামী আন্দোলনের জন্য তৈরী হবে এবং আন্দোলনের প্রসার লাভ করবে। দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদেরকে আন্দোলনে নিয়ে আসতে হবে। যোগ্য লোক কখনো অযোগ্যের মত বসে থাকে না আর যারা বিভিন্ন সংগঠনে আছেন, ইসলামের সত্যিকার দাওয়াত না পাওয়ার কারণে হয়তো অনেক ইসলাম বিরোধী সংগঠনে চলে গেছেন তাঁদেরকে ইসলামের দুশমন মনে না করে মিষ্টি হাসি মুখে নিয়ে তাদেরকে দাওয়াত পৌছাতে হবে। তাহলে এ সমস্ত মৌলিক যোগ্যতা সম্পন্ন লোকের মধ্য থেকে আল্লাহ হয়তো অনেককেই ইসলামী আন্দোলনে আসার তাওফিক দান করবেন। এভাবে সমাজের যোগ্যতা সম্পন্ন একদল লোক তৈরী হয়ে গেলে ইসলামের বিজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না। ইসলামের বিজয় দান করার জন্য আল্লাহ এলাকায় মানগত লোক তৈরীর অপেক্ষায় আছেন। এ ব্যাপারে জনাব মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, "আগামী দিনের সূর্যোদয় যেমন সত্য দীন বিজয় হবেই একথাটি তার চেয়েও হাজার গুণ বেশী সত্য। তবে সূর্য কখনো রাত ১২টায় বা ১টার সময় উঠে না, তার উদয়ের একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। আল্লাহর দীনের অবশ্য সময় সীমার সাথে সম্পৃক্ত নয়। এটা সম্পৃক্ত প্রধানত একদল ঈমানদার ও যোগ্য লোক তৈরীর সাথে। আল্লাহ ওয়াদা করেছেন—'তোমাদের মধ্য থেকে একদল ঈমানদার ও সৎকর্মশীল লোক হলে তাদেরকে গোটা বিশ্বের খেলাফত দান করা হবে।'-(সূরা আন নূর ঃ ৫৫) দ্বিতীয়তঃ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনতার মধ্যে এ ঈমানদার সৎ ও যোগ্য লোকদের নেতৃত্বে আল্লাহর দীনের ভিত্তিতে ভাগ্য পরিবর্তনের চাহিদা সৃষ্টি হতে হবে।

তাই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে ময়দানে ছড়িয়ে পড়তে হবে। দলমত, জাতি, ধর্মনির্বিশেষে সমাজের যোগ্য লোকদের নিকট দাওয়াত পৌছাতে হবে। মনে এ অনুভূতি রেখেই দাওয়াত পৌছাতে হবে যে, শেষ

www.pathagar.com

বিচারের দিন কেউ যেন অভিযোগ করতে না পারে যে, তার নিকট কেউ আল্লাহর দীনের দাওয়াত পৌঁছায়নি।

ইসলামের দাওয়াত দেয়ার সাথে সাথে মানুষের মনে আশার আলো সৃষ্টি করতে হবে। আজ সারা বিশ্বে ইসলামী আন্দোলন যে পর্যায়ে এসেছে তা সঠিকভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। জনাব মুহাম্মাদ কামারুজ্জামান বর্তমান বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের অবস্থা সম্পর্কে খুবই সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। "উপমহাদেশে জামায়াতে ইসলামী এবং মধ্যপ্রাচ্যে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের আন্দোলনের পাশাপাশি তুরস্ক, ইরান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, তিউনিশিয়া, সুদান, আলজেরিয়া, অনুরূপ শক্তি অর্জন করেছে। মিসর, সিরিয়া, জর্দান, সুদান, উপসাগরীয় দেশগুলোতে এবং সৌদি আরবে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের আন্দোলন সীমিত নেই। পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, কাশ্মীর, শ্রীলংকা ও নেপালে জামায়াতের আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকেনি। এ সীমান্তের বাহিরে ছড়িয়ে পড়েছে এ আন্দোলনের প্রভাব। এভাবে গোটা মুসলিম বিশ্বে এবং অমুসলিম বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনের আহবান পৌঁছে গিয়েছে। অসংখ্য ভাষায় ছড়িয়ে পড়েছে কুরআন হাদীসের তাফসির, ব্যাখ্যা ও বই পুস্তক। গড়ে উঠেছে অনেক প্রতিষ্ঠান। দাওয়াত ও তাবলীগের স্তর অতিক্রম করে পৃথিবীর অনেক দেশে ইসলাম রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সংস্কার এবং অর্থনীতি সমাজ সংস্কৃতিতে মৌলিক ও কাঠামোগত পরিবর্তনে ভূমিকা পালন করছে।"–বিশ্ব পরিস্থিতি ইসলামী আন্দোলন ঃ ১৭ পৃ.।

নবী করীম (স) যে ভবিষ্যত বাণী করে গেছেন, বর্তমান বিশ্বে ইসলামী জাগরণের মাধ্যমে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাও জনগণের সামনে আনা প্রয়োজন, শাহ ইসমাঈল শহীদ (র) তাঁর মানসারে ইমামত গ্রন্থে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তাহলো—"তোমাদের দীন আরম্ভ হবে নবুওয়াত ও রহমতের মাধ্যমে এবং তা তোমাদের মধ্যে থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ চান, অতপর মহান আল্লাহ তা উঠিয়ে নেবেন। অতপর নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত আরম্ভ হবে, যতদিন আল্লাহ চান অতপর আল্লাহ তা উঠিয়ে নেবেন। অতপর আরম্ভ হবে দুষ্ট রাজতন্ত্রের জামানা এবং যতদিন আল্লাহ চাবেন তা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। অতপর আল্লাহ তা উঠিয়ে নেবেন। অতপর যুলুমতন্ত্রও শুরু হবে যতদিন আল্লাহ চাবেন ততদিন থাকবে। অতপর আল্লাহ তা উঠিয়ে নেবেন। অতপর আবার নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। নবীর সুন্নত অনুযায়ী তা মানুষের মধ্যে কাজ করে যাবে এবং ইসলাম পৃথিবীতে তার কদম

www.pathagar.com

শক্তিশালী করবে। সে সরকারের ওপর আকাশবাসী এবং পৃথিবীবাসী সবাই খুশী থাকবে। আকাশ মুক্তহৃদয়ে তার বরকত বণ্টন করবে। এবং পৃথিবী তার সমস্ত গুপ্ত সম্পদ উদগীরণ করে দেবে।"

দাওয়াতী কাজে আপনার কথা কেউ গ্রহণ করুক আর নাই করুক আপনি যদি মুখে মিষ্টি হাসি দ্বারা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন, তাহলে দেখবেন আপনি দাওয়াতী কাজে মানুষের মন জয় করে ফেলেছেন, আপনার কথা মানুষের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করবে।

মিষ্টি হাসির লোক নিয়োগ করুন

আপনি যদি যথাসময়ে যথাস্থানে মিষ্টি হাসি দিতে পারেন তাহলে যে কোনো কাজ আপনি সহজভাবে আদায় করতে পারবেন। আমার নিজের অভিজ্ঞতাই বলছি, আমি একবার হিথরো বিমান বন্দরে পৌঁছলাম। কাউন্টারে অফিসার আমাকে একটি প্রশ্ন করলেন আমি মিষ্টি হাসি দিয়ে উত্তর দিলাম দেখলাম তিনিও মিষ্টি হাসি জানেন। দু মিনিটের মধ্যে বৃটেন থাকার ৬ মাসের ভিসা দিয়ে দিলেন। সেখানে দেখেছি পাবলিক ডিলিং খুবই চমৎকার। সেখানে অফিস, হাসপাতাল, রেল ষ্টেশন ও অন্যান্য স্থানে দেখেছি আপনি যাওয়ার পর দেখার সাথে সাথেই খুশী মনে রিসিভ করবে। কাজ দেরী হলে Sorry, Sorry দু একবার শুনতে পাবেন। বিদায় বেলা আপনাকে একটি ধন্যবাদ দেবে। আপনার কাজটা না হলেও দুঃখিত হবার কোনো সুযোগ পাবেন না। আমাদের দেশে সব স্থানে সব মহলে এ শব্দ চালু নেই। এখানে জনগণের মধ্যে কাজ করতে হলে আপনার নিকট একজন আসার সাথে সাথে যদি মিষ্টি হাসি দিয়ে আপনি বলেন কেমন আছেন ? বিদায় বেলা যদি বলেন কষ্ট পেলেন বা কষ্ট দিলাম বা খুশী হলাম ইত্যাদি তাহলে কেউ আপনার ওপর সহজে বিরক্ত বা দুঃখিত হবে না। আপনি খুবই ব্যস্ত, হাতে অনেক কাজ, আপনার সাথে দেখা করার জন্য বেশ লোক অপেক্ষা করছেন। আপনি প্রথমেই একটু মিষ্টি হাসি দিয়ে যদি বলেন বসুন, একটু কষ্ট করুন তাহলে এ একটু কথা বলে আপনি যদি দেরীও করেন, তাহলে সাক্ষাতকারী আপনার ওপর রাগ করতে পারবেন না। এজন্য সংগঠনের নিম্নতম কাজেও যারা জড়িত জনসাধারণের সাথে যাদের কথা বলতে হয় বা যারা পাবলিক ডিল করেন তাদেরকে মিষ্টি হাসি জানতে হবে। এ প্রকৃতির লোক ঐ সমস্ত স্থানে নিয়োগ করা প্রয়োজন। অফিসের দায়িত্বশীল, অফিসের রিসিভশনে, প্রকাশনীতে, মেইন সেন্টারে যারা কাজ

www.pathagar.com

করবেন তাদেরকে মিষ্টি হাসির অধিকারী হতে হবে। এমনকি আপনার বাসার গেইটে যদি কোনো লোক রাখেন বা আপনার কোনো পিয়ন রাখেন তাকেও মিষ্টি হাসির অধিকারী হতে হবে, বিনয়ী হতে হবে নতুবা আপনি যতই ভালো ব্যবহারের অধিকারী হউন না কেন আপনার গেইটম্যান বা পিয়নের ব্যবহারের কারণে অনেক সময় আপনার সম্পর্কে, আপনার সংগঠন সম্পর্কে মানুষের মনে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। আপনার ব্যক্তিগত ইমেইজ নষ্ট হতে পারে যা আপনি জানতেও পারবেন না। কারণ আপনার নিকট কোনো লোক আসার আগে তাদের সাথে প্রথমেই সাক্ষাত হয়।

তাই ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সাংগঠনিক জীবনে মিষ্টি হাসির কোনো বিকল্প নেই। মহান আল্লাহ আমাদের জীবন সুন্দর করুন।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- **তাফহীমুল কুরআন** (১-২০ খণ্ড)
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- **সহীহ আল বুখারী** (১-৬ খণ্ড)
  - আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র)
- **সুনান ইবনে মাজা** (১-৪ খণ্ড)
  - ইমাম আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র)
- **শারহু মাআনিল আছার** (তাহাবী শরীফ) (১-২ খণ্ড)
  - ইমাম আবু জাফর আহমদ আত তাহাবী (র)
- **শব্দে শব্দে আল কুরআন** (১-১৪ খণ্ড)
  - মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
- **শব্দার্থে আল কুরআনুল মজীদ** (১-১০ খণ্ড)
  - মতিউর রহমান খান
- **ইসলামে সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা**
  - ডঃ মোঃ আতাউর রহমান
- **গোঁড়ামী অসহনশীলতা ও ইসলাম**
  - অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ
- **জোসনা মাখা চাঁদ**
  - সাজ্জাদ হোসাইন খান
- **কালো পঁচিশের আগে ও পরে**
  - আবুল আসাদ
- **অভিশপ্ত ইহুদী জাতির বেঈমানীর ইতিহাস**
  - এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
- **ইসলামী অনুষ্ঠানের তাৎপর্য**
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- **বক্তৃতামালা**
  - মতিউর রহমান নিজামী

www.pathagar.com